দশম অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা

শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০– আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে বিবেচিত। বাংলার জনগণের নিকট তিনি " শেখ মুজিব" এবং শেখ সাহেব হিসেবে বেশি পরিচিত। তাঁর উপাধি হলো বঙ্গবন্ধু।

শিক্ষার্থীরা যা জানবে

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ
- দেশপ্রেমের গুরুত্ব

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি : আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার আগে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের নাগরিক। জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬ শতাংশ) হওয়া সত্ত্বেও সে সময়ে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে এখন বাঙালিরা স্বাধীনভাবে তাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারছে।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব : ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

ভাষা আন্দোলন : ধর্মভিত্তিক জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা আন্দোলনে আত্মদানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে ভাষার ভিত্তিতে বাঙালিরা এক জাতিসত্তার পরিচয়ে পরিচিত হয়। অতএব, ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের নিজেদের অধিকারের চেতনার জায়গাটি তৈরি করে। এতে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরও বেগবান হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন : ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়।

৬ দফা কর্মসূচি : ১৯৬৬ সালের ৫–৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উত্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা'।

১৯৭০–এর নির্বাচন : ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন এবং ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, যার কোনোটিই পাকিস্তানি সামরিক–বেসামরিক আমলা ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলন : ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ : ২৫ মার্চের কালরাত্রিতেই অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ওয়্যারলেসযোগে তা পাঠিয়ে দেন। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

স্বাধীনতা লাভ : নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে নারী–পুরুষ, হিন্দু–মুসলিম, শিশু–বৃদ্ধ নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায় এবং ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা–বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। ১ কোটি মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ : বাংলাদেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর প্রণীত আমাদের দেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ অত্যন্ত সঠিকভাবে পরিব্যক্ত। নীতিগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **'দ্বিজাতি তত্ত্ব' কে ঘোষণা করেন?**
ক এ. কে. ফজলুল হক খ মহাত্মা গান্ধী
● মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২. **যুক্তফ্রন্ট নিচের কোন দাবি উত্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঙালিদের আকৃষ্ট করেছিল?**
ক পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন করা
খ প্রদেশগুলোর শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা দেয়া
● পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা
ঘ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া

৩. **যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পেছনের কারণ হলো, মুসলিম লীগ–**
i. বাঙালিদের আস্থাভাজন হতে পারেনি
ii. এদেশবাসীর সর্ব অধিকার কেড়ে নেয়
iii. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' ব্যক্তি দীর্ঘ ২০ বছর ইউরোপের একটি দেশে থাকার পর নিজ গ্রাম রূপপুরে ফিরে আসেন। একদিন গ্রামের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি মাঝে মাঝে উক্ত দেশের ভাষা বলতে থাকলে গ্রামের মানুষ তাকে দেশের ভাষা বলার জন্য অনুরোধ করেন।

৪. **রূপপুর গ্রামের মানুষের জীবনে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়?**
● ভাষা খ অসহযোগ গ ছয় দফা ঘ এগার দফা

৫. **উক্ত আন্দোলনের ফলে বাঙালির জীবনে প্রধানত–**
● জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়
খ ধর্মীয় চিন্তা বৃদ্ধি পায়
গ রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়
ঘ প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কখন পালিত হয়?
খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. উপরের ছবিটি আমাদের কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ছবির লোকগুলোর চেতনাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সৰম হয়– উক্তিটির সপৰে যুক্তি প্রদর্শন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

খ মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথিত যে তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন তার নাম হচ্ছে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলমানদের স্বার্থ সংশিৱষ্ট বিষয় উপস্থাপনের ফলে এর সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে, হিন্দু–মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততার মধ্যে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তার 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' উপস্থাপন করলে এটি মুসলিম লীগের দাবিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে মুসলিম লীগ এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে।

গ উপরের ছবিটি আমাদের ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। মাতৃভাষার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। অথচ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিদের যে আন্দোলন শুরু হয়, তা–ই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। প্রদত্ত চিত্রটিতে আমরা মাতৃভাষার দাবিতে একটি মিছিল দেখতে পাই। যে মিছিলটি ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের যাত্রা শুরু হলেও ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। শুধু শিৰিত শ্রেণি নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। ভাষার ওপর আঘাত পুরো জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতের শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই বাংলা ভাষায় আঘাত করা হয়েছিল বিধায় বাংলার আপামর জনসাধারণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। পোস্টার, পৱ্যাকার্ড নিয়ে রাজপথে নেমে সেৱাগান দেয় "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"– যা উলিৱখিত চিত্রটির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত ছবির লোকগুলোর চেতনাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সৰম হয় বলে উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ। এ আন্দোলন বাঙালির চেতনামূলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয় এবং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের একক রাজনৈতিক পরাটফরমের অধীনে একত্রিত করে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। বিশ্বে ভাষার জন্য বাঙালিদের মতো আর কোনো জাতিকে আত্মাহুতি দিতে হয়নি। এজন্যই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বিশ্ব ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে খ্যাত। প্রদত্ত চিত্রটিতে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন চিত্রিত হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়। কালক্রমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিৰা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী শিৰায় উদ্বুদ্ধ হয়। এর ফলেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীৰিত হয়ে স্বৈরাচারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে নিজের মাতৃভূমিকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে সৰম হয়। সুতরাং বলা যায়, ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিৰক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। অতএব, ছবির লোকগুলোর চেতনাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সৰম হয়– উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

শিশির একটি কারখানায় চাকরি করত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কারখানার অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের দেখাদেখি একদিন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিৰণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার চাকরি এবং পরিবার কিছুই পায়নি।

ক. ৬ দফা কর্মসূচি কে উত্থাপন করেন?
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. শিশির মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শিশির ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান–মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন।

খ গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে শত্রুদের আড়ালে থেকে আক্রমণ করাকে গেরিলা যুদ্ধ বলে। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা পাকবাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রশিৰণ গ্রহণ করে দেশের ভিতরে থেকে গেরিলা এবং সম্মুখযুদ্ধে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করে। তাদের এ সংঘবদ্ধ হওয়া ও গেরিলা পদ্ধতির মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করাটাই হলো গেরিলা যুদ্ধ।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত শিশির মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিলেন। বাংলার গৌরবময় ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বৈষম্য, অত্যাচার, নির্যাতনের মাত্রা যখন দিন দিন বাড়তে থাকে তখন বাংলার স্বাধীনতাকামী আপামর জনসাধারণ রুখে দাঁড়ায়। পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বাংলার জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। উদ্দীপকে শিশির যে কারখানায় চাকরি করত মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই কারখানার অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের যোগদান করা দেখে সেও প্রশিৰণ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শিশির মুক্তিযুদ্ধে যে বাহিনীতে অংশ নেয় সেই বাহিনীর নাম হলো মুক্তিবাহিনী। এরা যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সদস্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও প্রশিৰণপ্রাপ্ত সাধারণ ছাত্র–জনতাকে নিয়ে এই মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে পরে কে–ফোর্স, এস–ফোর্স ও জেড–ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। সেনাসদস্য ও অন্য মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত শিশির ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, কারণ তাদের জন্যই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তৰয়ী যুদ্ধে ৩০ লৰ বাঙালির রক্ত ও ২ লৰ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। গর্ভধারিণী জননীকে সন্তান যেমন ভালোবাসে তেমনি দেশ–মাতৃকাকে ভালোবেসে বাংলা মায়ের ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে এনেছে। উদ্দীপকে শিশির ও তার সঙ্গীরা মুক্তিযুদ্ধের নিয়মিত বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে একদিকে শিশির যেমন তার পা হারায় তেমনি, যুদ্ধ শেষে চাকরি ও তার পরিবার হারায়। শিশির ও তার সঙ্গীদের মতো বাংলার মুক্তিকামী জনতা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরবদ্ধে রবখে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা গণহত্যা চালায়, নারী নির্যাতন করে এবং লুণ্ঠন করে। ফলে শুরব হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের পৰে যুদ্ধ করে নিয়মিত সেনাসদস্যরা এবং শিশির ও তার সঙ্গীর মতো সাধারণ জনতা। দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চলে। আর এ নয় মাসে ৩০ লৰ বাঙালি প্রাণ হারায়, ২ লৰ ৭৬ হাজার মা–বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বিশ্বের বুকে খচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মানচিত্র। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বেদনার ইতিহাস হলেও গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর। বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল শিশিরের মতো মুক্তিযোদ্ধারা। সুতরাং বলা যায়, শিশির ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কোন সালে? [স. বো. '১৬]
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৪ ● ১৯৫৬ ঘ ১৯৫৮

২. পাকিস্তানের শতকরা কতজন মানুষের মাতৃভাষা বাংলা ছিল? [স. বো. '১৬]
ক ৪৫ খ ৫০ ● ৫৬ ঘ ৬৫

৩. কত সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করা হয়? [স. বো. '১৫]
ক ১৯৫৪ ● ১৯৬৬ গ ১৯৬৮ ঘ ১৯৬৯

৪. স্বাধীন হওয়ার আগে বাংলাদেশ কোন দেশের অধীনে ছিল? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ফিজি খ সুরিনাম ● পাকিস্তান ঘ ব্রিটেন

৫. ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে পাশ্চাত্য শিৰায় শিৰিত একশ্রেণির নেতৃত্ব গড়ে ওঠে কেন? [দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মৌলভীবাজার]
ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে
খ পাশ্চাত্যের শিৰক নিয়োগের ফলে
গ ইংরেজদের সহানুভূতি পাওয়ার আশায়
● ইংরেজি শিৰা প্রবর্তনের ফলে

৬. নিজেদের পূর্বপুরবষরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত বলে মনে করত কারা? [হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
ক বাঙালিরা খ মুসলমানরা
● পাঞ্জাবিরা ঘ হিন্দুরা

৭. যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ছয় দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং ১৯৭১–এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে কোনটির প্রত্যৰ প্রভাব লৰ করা যায়? [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
ক দ্বিজাতি তত্ত্ব ● ভাষা আন্দোলন
গ শিৰা কমিশনের বিরবদ্ধে আন্দোলন ঘ ১১ দফা কর্মসূচি

৮. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান কোন দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল? [আল আমিন একাডেমি চাঁদপুর]
ক ছয় দফা খ এগারো দফা
● একুশ দফা ঘ আট দফা

৯. আইয়ুব খানের নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোন সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়? [এসবি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
ক সংসদীয় সরকার খ এককেন্দ্রিক সরকার
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ● রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার

১০. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা করা হয়েছিল কেন? [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
ক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঠেকাতে
খ স্বাধিকার আন্দোলন ঠেকাতে
● ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে
ঘ ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে

১১. কোন দুটি দল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান দল ছিল? [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
ক আওয়ামী লীগ ও নিজাম–ই–ইসলাম
খ জামায়াতে ইসলাম ও আওয়ামী লীগ
গ পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি
● আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি

১২. ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নির্বাচনে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় পরিলৰিত হয়েছিল। বিষয়টি কী? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
● নির্বাচনে বিজয়ী কোনো দলই সর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক দল ছিল না
খ আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া
গ নির্বাচনে বিজয়ী দলের ৰমতা পাওয়া
ঘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথ প্রশস্তকরণ

১৩. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় ছাত্র–জনতার সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়? [আল–আমিন একাডেমি এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
ক সিনেট ভবনে খ কার্জন হলে
● বটতলায় ঘ বাংলা একাডেমিতে

১৪. "সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো।" এখানে হানাদার বাহিনী দ্বারা কাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে? [বরগুনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক শরণার্থীদেরকে খ সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে
গ গণপরিষদের সদস্যদেরকে ● পাকিস্তানিদেরকে

১৫. মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যপ্তি কত মাস ছিল? [সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর]
ক তিন খ ছয় ● নয় ঘ বারো

১৬. লাহোর প্রস্তাব কোন স্থানে করা হয়? [সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর]
ক পাটনায় খ মিজোরামে
● লাহোরে ঘ রাওয়ালপিন্ডিতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ হচ্ছে– [স. বো. '১৬]
i. একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা
ii. ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র হবে সবার
iii. সর্বপ্রকার শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮. ছয় দফা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল– [স. বো. '১৬]
i. পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ii. পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্নকরণ
iii. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. পাকিস্তানি শাসনের পূর্বে বাংলাদেশ অধীনস্ত ছিল– [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. আফগানদের ii. পর্তুগিজদের
iii. ব্রিটিশদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়– [রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট]
i. কংগ্রেস কর্তৃক
ii. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে
iii. মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বন্দী অবস্থায় আমরণ অনশন শুরু করেন– [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ii. আব্দুল মতিন
iii. মহিউদ্দিন আহমদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. আশি হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যের দ্বারা যাদের নির্বাচিত করার বিধান করা হয়– [বাজিতপুর রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
i. প্রেসিডেন্ট ii. জাতীয় পরিষদের সদস্য
iii. প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩. সুদৃঢ় নাগরিক ঐক্য গড়ে ওঠার ভিত্তি তৈরি হয়– [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ৬ দফার ভিত্তিতে ii. ১১ দফার ভিত্তিতে
iii. ১৭ দফার ভিত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা পরিচিতি লাভ করে– [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. মুক্তিবাহিনী নামে ii. মুক্তিসেনা নামে
iii. মুক্তিফৌজ নামে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব বাশার চৌধুরী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, পাকবাহিনীর এক রাতের নারকীয় হত্যাকাণ্ড এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। তারা নির্বিচারে একের পর এক মানুষ হত্যা করে। প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তীতে সারাদেশে এ হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়। [স. বো. '১৬]

২৫. উপরের অনুচ্ছেদে কোন রাতের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে?
ক ৭ মার্চ খ ১৫ মার্চ গ ২৩ মার্চ ● ২৫ মার্চ

২৬. এ রাতের গণহত্যার কারণ হলো–
i. স্বাধীনতার স্বপ্ন নস্যাৎ করা
ii. পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা
iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখ এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

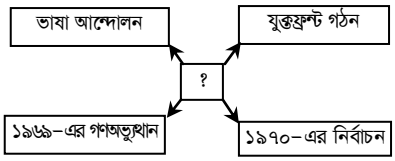

[স. বো. '১৬]

২৭. ছকটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস
খ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি
গ বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি
● বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস

২৮. উপরের কোন ঘটনাবলির মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়?
● ভাষা আন্দোলন খ যুক্তফ্রন্ট গঠন
গ ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান ঘ ১৯৭০–এর নির্বাচন

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৪

At a Glance

- ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার আগে আমরা ছিলাম– পাকিস্তানের নাগরিক।
- পাকিস্তান শাসনামলে মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ ছিল– পূর্ব পাকিস্তানের।
- পাকিস্তানি শাসনের আগে বাংলাদেশের এই অঞ্চল ছিল– তুর্কি, আফগান, মুঘল ও ব্রিটিশ শাসনের অধীনে।
- ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এদেশে গড়ে ওঠে– পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণির নেতৃত্ব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯. জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কখন পূর্ববাংলার মানুষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়? (জ্ঞান)
ক ইংরেজদের আমলে খ ভারতীয়দের আমলে
● পাকিস্তান আমলে ঘ মুঘল শাসনামলে

৩০. বাংলাদেশ স্বাধীন হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ক ১৯৫২ খ ১৯৬৯ ● ১৯৭১ ঘ ১৯৭২

৩১. বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুবতে কী নামে অভিহিত ছিল? (অনুধাবন)
ক পূর্ব পাকিস্তান ● পূর্ববাংলা
গ পশ্চিমবঙ্গ ঘ পশ্চিম পাকিস্তান

৩২. বর্তমানে এদেশের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারছে কেন? (অনুধাবন)
ক ভারতের সহযোগিতার কারণে খ ইংল্যান্ডের সাহায্যের কারণে
● বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে ঘ শক্তিশালী সরকারের কারণে

৩৩. পাকিস্তানি শাসনের আগে বাংলাদেশ কাদের শাসনাধীনে ছিল? (জ্ঞান)
● ইংরেজদের খ পর্তুগিজদের
গ ডাচদের ঘ ফরাসিদের

৩৪. এদেশে পাকিস্তানি শাসনকাল কত? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৬–১৯৭০ ● ১৯৪৭–১৯৭১
গ ১৯৪৭–১৯৭২ ঘ ১৯৪৮–১৯৭১

৩৫. ভারতবর্ষ কত থেকে কত সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল? (জ্ঞান)
ক ১৭৫৬ থেকে ১৯৪৬ ● ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭
গ ১৭৫৮ থেকে ১৯৪৫ ঘ ১৭৫৫ থেকে ১৯৪৭

৩৬. বাহরাইন, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্রিটেনের কাছ থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে নিচের কোন দেশটির সাথে এদের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ভারত খ সুরিনাম ● বাংলাদেশ ঘ ব্রাজিল

৩৭. কোন আমলে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়? (জ্ঞান)
ক সুলতানি আমলে খ মুঘল আমলে
● ব্রিটিশ আমলে ঘ পাকিস্তান আমলে

৩৮. ব্রিটিশরা এদেশে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার শুরু করে কোন সালে? (জ্ঞান)
ক ১৮৬০ ● ১৮৬১ গ ১৮৬২ ঘ ১৮৬৩

৩৯. ব্রিটিশ শাসনের সময় নাগরিক অধিকার লাভের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ভোটাধিকার লাভ
ⓚ ভারত বিভক্তি
ⓖ ইংরেজ শিক্ষার প্রবর্তন
ⓘ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার সুযোগদান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০. স্বাধীন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করতে পারেনি– (অনুধাবন)
i. রাজনৈতিক অধিকার ii. অর্থনৈতিক অধিকার
iii. সামাজিক অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪১. পাকিস্তান ও ব্রিটেনের আগে বাংলাদেশ ছিল– (অনুধাবন)
i. তুর্কি শাসনের অধীনে ii. ফরাসি শাসনের অধীনে
iii. মুঘল শাসনের অধীনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪২. ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে– (অনুধাবন)
i. সমাজ সংস্কারে ii. রাজনীতিতে
iii. চাকরিরক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩. রানা বাংলাদেশের নাগরিক। সে স্বাধীনভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করছে, কারণ– (প্রয়োগ)
i. বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র ii. বিদেশি শাসকদের শোষণ নেই
iii. অন্যদেশের সহযোগিতা পাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪৪. ব্রিটিশদের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে এদেশে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জনগণের মধ্যে অধিকার ও সচেতনতা হ্রাস পায়
ii. জনগণ ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করে
iii. জনগণ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব 'ক' ছিলেন সমাজ সংস্কারক। ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হন। তিনি ভারতবর্ষের প্রচলিত ধ্যান–ধারণা ও কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেন।

৪৫. অনুচ্ছেদের ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন কেন? (প্রয়োগ)
ⓚ নিজের ইচ্ছায়
ⓚ পারিবারিক আকাঙ্ক্ষার কারণে
ⓖ সমাজ–সংস্কারের জন্য
● ব্রিটিশদের ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে

৪৬. পাশ্চাত্য শিক্ষার কারণে তিনি অবদান রেখেছিলেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সমাজ সংস্কারে
ii. ভাষা–সাহিত্য–সংস্কৃতিতে
iii. ব্রিটিশদের শাসন দীর্ঘায়িতকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৪ *At a Glance*

- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯০৬ সালে।
- দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা করে– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- লাহোর প্রস্তাব পেশ করা হয়– ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।
- লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন– বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক।
- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বিভক্ত হয়ে– দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।
- পশ্চিম পাকিস্তানিরা মুসলমানদের দেখত– নিচু জাতের মানুষ হিসেবে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. অবিভক্ত ভারতে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল? (জ্ঞান)
● হিন্দু ⓚ মুসলিম ⓖ বৌদ্ধ ⓘ খ্রিস্টান

৪৮. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯০৫ ● ১৯০৬ ⓖ ১৯০৭ ⓘ ১৯০৮

৪৯. কীসের ফলে মুসলমানদের মধ্যে আলাদা আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়? (অনুধাবন)
ⓚ বঙ্গভঙ্গের ⓚ মুসলিম লীগ গঠনের
ⓖ ভাষার কারণে ● লাহোর প্রস্তাবের

৫০. কখন মুসলিম লীগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪০ ⓚ ১৯৪৩ ⓖ ১৯৪৬ ⓘ ১৯৪৭

৫১. লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপনের তারিখ কোনটি? (জ্ঞান)
● ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ⓚ ১৯৪০ সালের ২১ এপ্রিল
ⓖ ১৯৪০ সালের ২৩ এপ্রিল ⓘ ১৯৪১সালের ২৬ মার্চ

৫২. ১৯৪০ সালের মূল লাহোর প্রস্তাব কখন সংশোধন করা হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪৬ ⓚ ১৯৪৭ ⓖ ১৯৪৮ ⓘ ১৯৪৯

৫৩. কে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ⓚ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓚ মাওলানা মোহাম্মদ আলী
ⓖ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ● শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

৫৪. কোন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব? (অনুধাবন)
ⓚ হিন্দুদের ⓚ শিখদের ● মুসলমানদের ⓘ ইহুদিদের

৫৫. কার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ নবাব সলিমুলরাহর ⓚ খাজা নাজিমুদ্দিনের
● মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ⓘ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের

৫৬. ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ দিনটি উল্লেখযোগ্য কেন? (অনুধাবন)
● লাহোর প্রস্তাবের জন্য ⓚ লক্ষ্ণৌ চুক্তির জন্য
ⓖ ভারত শাসন আইনের জন্য ⓘ ভারত স্বাধীনতা আইনের জন্য

৫৭. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য কয়টি? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ ⓚ ৪ ● ৫ ⓘ ৬

৫৮. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য হবে কোন এলাকাগুলো? (জ্ঞান)
● ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকা
ⓚ রাজনৈতিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকা
ⓖ ধর্মীয় দিক থেকে সংলগ্ন এলাকা
ⓘ সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকা

৫৯. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহের প্রকৃতি কীরূপ হবে বলা ছিল? (জ্ঞান)
● স্বায়ত্তশাসিত ⓚ কেন্দ্রশাসিত
ⓖ মুসলমানশাসিত ⓘ হিন্দুশাসিত

৬০. লাহোর প্রস্তাব কী নামে পরিচিতি লাভ করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ স্বাধীনতা প্রস্তাব ⓚ ভারত ইউনিয়ন প্রস্তাব
● পাকিস্তান প্রস্তাব ⓘ পাঞ্জাব প্রস্তাব

৬১. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয় কীসে? (অনুধাবন)
ⓚ দ্বিজাতি তত্ত্বে ● লাহোর প্রস্তাবে
ⓖ ভারত শাসন আইনে ⓘ দিল্লির মুসলিম কনভেনশনে

৬২. ভারতে রাজনৈতিক সংকট কীসের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়? (অনুধাবন)
● লাহোর প্রস্তাব ⓚ স্বাধীনতা আন্দোলন
ⓖ স্বাধীনতা সংগ্রাম ⓘ জাতীয় চেতনাবোধ

৬৩. দ্বিজাতি তত্ত্বের ফল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ খ ইংরেজ শাসনের অবসান
গ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ● ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি

৬৪. ১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে কোন কনভেনশনে মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়? (অনুধাবন)
ক লন্ডন মুসলিম লেজিসলেটরস খ মস্কো মুসলিম লেজিসলেটরস
● দিল্লির মুসলিম লেজিসলেটরস ঘ ঢাকা মুসলিম লেজিসলেটরস

৬৫. ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪০ ● ১৯৪৭ গ ১৯৫২ ঘ ১৯৫৪

৬৬. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রথম ধারা ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ভারত ও পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনা করা
খ ভারত ও পাকিস্তানের সমঝোতা নিশ্চিত করা
● ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা
ঘ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রবল করা

৬৭. দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবে কী সৃষ্টি হয়েছিল? (জ্ঞান)
● পাকিস্তান রাষ্ট্র খ বঙ্গভঙ্গ
গ ভারত রাষ্ট্র ঘ বাংলাদেশ

৬৮. ভারত বিভক্তির জন্য জিন্নাহ কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বের নাম কী? (জ্ঞান)
ক বঙ্গভঙ্গ আইন খ স্বতন্ত্র মুসলিম তত্ত্ব
গ লাহোর প্রস্তাব ● দ্বিজাতি তত্ত্ব

৬৯. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগ দলীয় আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে এক সংশোধনীর মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে একটি মাত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় এবং সে প্রেক্ষাপটে একটি আইন পাস হয়, উক্ত আইনটি কী? (প্রয়োগ)
● ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন
খ ভারত পাকিস্তান পৃথককরণ আইন
গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আইন
ঘ অর্থনৈতিক মুক্তিসংক্রান্ত আইন

৭০. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ৪০০ মাইল খ ৬০০ মাইল
গ ৮০০ মাইল ● ১০০০ মাইলের অধিক

৭১. ভারতের রাজনীতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি হয় কিসের প্রভাবে? (অনুধাবন)
ক পলাশী যুদ্ধের প্রভাব খ পাক-ভারত যুদ্ধের প্রভাব
গ ভারত শাসন আইনের প্রভাবে ● লাহোর প্রস্তাবের প্রভাবে

৭২. 'পাকিস্তানের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত এবং তাদের ধমনিতে রয়েছে অভিজাতের রক্ত'– এটি কারা মনে করত? (অনুধাবন)
ক পূর্ব পাকিস্তানিরা ● পশ্চিম পাকিস্তানিরা
গ ভারতীয়রা ঘ ব্রিটিশরা

৭৩. পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানদের নীচু জাতের মানুষ হিসেবে দেখত কেন? (অনুধাবন)
ক বাঙালিরা দরিদ্র ছিল বলে
খ পাকিস্তানিরা ক্ষমতায় ছিল বলে
গ বাঙালিরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিল বলে
● পাকিস্তানিরা নিজেদের অভিজাত মনে করত বলে

৭৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কীরূপ শাসন প্রতিষ্ঠা করে? (অনুধাবন)
ক বিদেশি গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক খ ধর্মভিত্তিক বৈষম্যমূলক
● অভ্যন্তরীণ বৈষম্যমূলক ঘ অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক

৭৫. কোন আমলে বাঙালিরা নিজ দেশে পরবাসীর মতো ছিল? (জ্ঞান)
ক ব্রিটিশ ● পাকিস্তান গ মুঘল ঘ নবাবি

৭৬. বাঙালির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রথম বহিঃপ্রকাশ কোনটি? (অনুধাবন)
ক ভৌগোলিকতার প্রশ্নে ● রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে
গ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঘ আয়–বণ্টন প্রশ্নে

৭৭. উর্দু কাদের ভাষা ছিল? (জ্ঞান)
ক পশ্চিম পাকিস্তানিদের খ পূর্ব পাকিস্তানিদের
● পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ঘ প্রাদেশিক শাসকবর্গের

৭৮. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোন ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল? (জ্ঞান)
ক বাংলা ভাষা খ হিন্দি ভাষা
● উর্দু ভাষা ঘ ইংরেজি ভাষা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৯. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে বলা যায়– (অনুধাবন)
i. এটি ফজলুল হক উত্থাপন করেন
ii. ২৪ মার্চে উত্থাপন করা হয়
iii. এই প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮০. জিন্নাহর সভাপতিত্বে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর নাম– (অনুধাবন)
i. পাকিস্তান প্রস্তাব ii. লাহোর প্রস্তাব
iii. ঐতিহাসিক প্রস্তাব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. লাহোর প্রস্তাব ঘোষিত হলে মুসলমানদের মধ্যে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. হতাশার সৃষ্টি হয় ii. আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়
iii. স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা জোরদার হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮২. লাহোর প্রস্তাবে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠার কথা বলা ছিল– (অনুধাবন)
i. ভারতবর্ষের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে ii. ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে
iii. ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৩. ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভারতের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে
ii. ভারতের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে
iii. ভারতের পূর্বাঞ্চল নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. পাকিস্তান সৃষ্টির মূল ভিত্তি ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ছয় দফা কর্মসূচি ii. লাহোর প্রস্তাব
iii. দ্বিজাতি তত্ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. পাঞ্জাবিরা নিজেদের মনে করত– (অনুধাবন)
i. ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত
ii. অভিজাতদের বংশধর
iii. ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল– (অনুধাবন)
i. পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে
ii. পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে
iii. ভারতের দক্ষিণাংশ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য ছিল– (অনুধাবন)
i. ভাষা–সংস্কৃতিতে ii. ধর্মে
iii. পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. দ্বিজাতি তত্ত্ব হলো– (অনুধাবন)
i. মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতি ঘোষণার তত্ত্ব
ii. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক ঘোষিত তত্ত্ব

iii. হিন্দুদের দুটি আলাদা জাতিতে পরিণত করার তত্ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৮৯. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. ১৯০৬ সালে
ii. পাকিস্তানিদের জন্য
iii. মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯০. লাহোর প্রস্তাব পেশ করা হয়– (অনুধাবন)
i. ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ
ii. পাঞ্জাবের লাহোরে
iii. অবিভক্ত ভারত গঠনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯১. মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়– (অনুধাবন)
i. ১৯৪৬ সালে
ii. দিলির মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনে
iii. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯২. ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূ পান্তরিত হয়– (অনুধাবন)
i. কংগ্রেসের আন্দোলনের কারণে
ii. দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে
iii. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতভূমিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির সৃষ্টি হয়। যদিও পরবর্তীতে এ রাষ্ট্র তার দুর্বল ভিত্তির কারণে টিকে থাকতে পারেনি।

৯৩. অনুচ্ছেদে কোন প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● লাহোর প্রস্তাব ⓚ পাকিস্তান প্রস্তাব
ⓖ দ্বিজাতি প্রস্তাব ⓘ অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব

৯৪. উক্ত প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
ii. নবগঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
iii. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৬

- মাতৃভাষার অধিকার– গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার।
- পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল– বাংলা।
- উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তাই– ভাষা আন্দোলন।
- বাংলাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন– কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন– ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ।
- 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন– সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে।
- বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়– ১৯৫৬ সালের সংবিধানে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৫. পাকিস্তানের শতকরা কত জনের মাতৃভাষা বাংলা ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ৫০ ⓚ ৫১ ⓖ ৫৪ ● ৫৬

৯৬. পাকিস্তানের সরকার কোন ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে? (জ্ঞান)
ⓚ বাংলা ভাষা ⓚ ইংরেজি ভাষা
● উর্দু ভাষা ⓘ ফারসি ভাষা

৯৭. ভাষা আন্দোলন কী? (অনুধাবন)
● বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন
ⓚ উর্দু ভাষাকে বইপুস্তকের ভাষা করার আন্দোলন
ⓖ বাংলা লেখায় আরবি হরফ ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দোলন
ⓘ ইংরেজি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার আন্দোলন

৯৮. পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম বাংলা ভাষার দাবি তোলেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ লিয়াকত আলী খান ⓚ আব্দুল মতিন
● ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ⓘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

৯৯. ১৯৪৭ সালের কোন মাসে করাচিতে শিক্ষা সম্মেলন শুরু হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সেপ্টেম্বর ⓚ অক্টোবর
ⓖ নভেম্বর ● ডিসেম্বর

১০০. ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার প্রধান দাবি কী ছিল? (প্রয়োগ)
ⓚ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা
● বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা
ⓖ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করা
ⓘ উর্দু ভাষার সাথে যৌথভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা

১০১. বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের উত্থাপক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কোথাকার অধিবাসী ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ঢাকার ● কুমিল্লার
ⓖ যশোরের ⓘ বরিশালের

১০২. ১৯৪৮ সালে গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি কে উত্থাপন করেন? (জ্ঞান)
● ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ⓚ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ⓖ তাজউদ্দিন আহমদ ⓘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১০৩. ১৯৪৮ সালের কত তারিখে ছাত্ররা বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালন করে? (জ্ঞান)
ⓚ ৭ মার্চ ● ১১ মার্চ
ⓖ ২১ মার্চ ⓘ ২৬ মার্চ

১০৪. পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ⓚ ১৯৪৮ সালের ১৬ জানুয়ারি
ⓖ ১৯৫২ সালের ২ জানুয়ারি ⓘ ১৯৫২ সালের ২০ জানুয়ারি

১০৫. ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সময় সকালে সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু কী করছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ মিটিং ● পিকেটিং ⓖ বক্তৃতা ⓘ মিছিল

১০৬. পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম ঢাকা সফরে আসেন কখন? (জ্ঞান)
ⓚ ২০ মার্চ, ১৯৪৭ সাল ● ২১ মার্চ, ১৯৪৮ সাল
ⓖ ২২ মার্চ, ১৯৪৯ সাল ⓘ ২৩ মার্চ, ১৯৫০ সাল

১০৭. বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্বের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ রমনা পার্ক ● রেসকোর্স ময়দান
ⓖ ইকো পার্ক ⓘ জিয়া উদ্যান

১০৮. "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" –উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ⓚ লিয়াকত আলী খান ⓚ নাজিমউদ্দিন
● মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓘ নূরুল আমিন

১০৯. ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষার প্রশ্নে জিন্নাহর ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন– (জ্ঞান)
ⓚ মওলানা ভাসানী ● বঙ্গবন্ধু
ⓖ আবদুল মতিন ⓘ শফিউর

১১০. ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধুকে একাধিকবার গ্রেফতার বরণ করতে হয় কেন? (অনুধাবন)

ক প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য খ রাজপথে মিছিলের জন্য
● নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য ঘ সমাবেশ করার জন্য

১১১. ১৯৫২ সালের কত তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য বঙ্গবন্ধু আমরণ অনশন শুরু করেন? (জ্ঞান)
● ১৬ ফেব্রুয়ারি খ ২০ ফেব্রুয়ারি
গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৩ ফেব্রুয়ারি

১১২. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষাসংক্রান্ত তার পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন কখন? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৮ সালের ২৩ মার্চ ● ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ
গ ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ ঘ ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ

১১৩. ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কোথায় তার ভাষা সংক্রান্ত পূর্ব ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করেন? (অনুধাবন)
● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে খ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে
গ বাংলা একাডেমিতে ঘ জগন্নাথ হলে

১১৪. পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন কখন ছাত্রদের সঙ্গে স্বাবরিত চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন? (জ্ঞান)
ক ২৪ জানুয়ারি, ১৯৫২ সাল খ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫২ সাল
● ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২ সাল ঘ ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫২ সাল

১১৫. ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বঙ্গবন্ধুর সাথে কে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক শামসুল হক খ অলি আহাদ
● মহিউদ্দিন আহমদ ঘ মওলানা ভাসানী

১১৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ কেন ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়? (অনুধাবন)
● ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায়
খ পুলিশের আদেশ অমান্য করায়
গ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করায়
ঘ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করায়

১১৭. খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পর কাকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়? (জ্ঞান)
ক বঙ্গবন্ধুকে খ আব্দুল মতিনকে
গ আবুল কাশেমকে ● কাজী গোলাম মাহবুবকে

১১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় কাকে আহ্বায়ক করে? (জ্ঞান)
● আব্দুল মতিনকে খ আবুল কাশেমকে
গ জহির রায়হানকে ঘ আব্দুস সালামকে

১১৯. রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন কে? (জ্ঞান)
ক আব্দুল মতিন খ আবুল কাশেম
গ বরকত ● বঙ্গবন্ধু

১২০. কত সালের কত তারিখে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূ প লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি খ ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ● ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

১২১. ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব কীরূ প ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাংলাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা
খ আন্দোলনের মুখে সরকারকে পদত্যাগ করানো
● শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান
ঘ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন

১২২. কত সালে পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পায়? (জ্ঞান)
ক ১৯৫২ সালে খ ১৯৫৪ সালে
● ১৯৫৬ সালে ঘ ১৯৫৮ সালে

১২৩. বিশ্বের কোন জাতি ভাষার দাবিতে জীবন দিয়েছে? (জ্ঞান)
ক অস্ট্রিক জাতি খ হুন জাতি
গ দ্রাবিড় জাতি ● বাঙালি জাতি

১২৪. ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কোন সংস্থা? (জ্ঞান)
● ইউনেস্কো খ কমনওয়েলথ
গ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘ ইউনিস্ক

১২৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে পালন করা হয়? (জ্ঞান)
ক ২০ জানুয়ারি ● ২১ ফেব্রুয়ারি
গ ২২ জানুয়ারি ঘ ২৩ ফেব্রুয়ারি

১২৬. কীসের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়? (অনুধাবন)
ক অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে
খ রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে
● ধর্মভিত্তিক জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে
ঘ পশ্চিমা শক্তিকে ধ্বংস করার ভিত্তিতে

১২৭. বাঙালিরা ভাষার ভিত্তিতে এক জাতিসত্তার পরিচয়ে পরিচিত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
● ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগের মাধ্যমে
খ মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের মাধ্যমে
গ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর মাধ্যমে
ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে

১২৮. ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের মধ্যে কোনটি জাগ্রত করে? (অনুধাবন)
ক গণতান্ত্রিক মনোভাব ● অধিকারের চেতনা
গ ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘ দেশ গড়ার চেতনা

১২৯. বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কোনটির মাধ্যমে বেগবান হয়? (অনুধাবন)
ক বৈদেশিক সহায়তা খ পাকিস্তান সৃষ্টি
● ভাষা আন্দোলন ঘ যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৩০. অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিদের আন্দোলনটি কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক ভারত ছাড় আন্দোলন খ স্বাধিকার আন্দোলন
গ গণআন্দোলন ● ভাষা আন্দোলন

১৩১. ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচন দেওয়া হয়নি কেন? (অনুধাবন)
● মুসলিম লীগের পরাজয়ের ভয়ে
খ হানাহানির ভয়ে
গ সংবিধান ছিল না বলে
ঘ যুক্তফ্রন্টের পরাজয়ের ভয়ে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩২. ভাষা আন্দোলন হলো– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন
ii. বাংলা ভাষায় কথা বলার আন্দোলন
iii. অন্যায়ভাবে চাপানো উর্দু ভাষা পরিহারের আন্দোলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা
ii. উর্দু কোনো অঞ্চলের মাতৃভাষা ছিল না
iii. বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ সহজ ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন– (অনুধাবন)
i. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ii. খাজা নাজিমুদ্দিন
iii. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনকারীদের দ্বারা গঠিত কমিটি হলো– (অনুধাবন)
i. তমদ্দুন মজলিশ
ii. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৬. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'– এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায় ছাত্ররা। তাদের প্রতিবাদের যুক্তি ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা
ii. উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না।
iii. উর্দু ছিল একটি অপ্রচলিত ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন শুরু করেন– (অনুধাবন)

i. স্বায়ত্তশাসনের জন্য ii. রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে
iii. রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩৮. বাঙালি জাতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে– (অনুধাবন)

i. ভাষা আন্দোলনে ii. ছয় দফা আন্দোলনে
iii. ৭০–এর নির্বাচনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩৯. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়– (অনুধাবন)

i. রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ii. বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে
iii. ছাত্রনেতাদের নিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪০. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন– (অনুধাবন)

i. বরকত ii. আব্দুল মতিন
iii. রফিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪১. ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়– (অনুধাবন)

i. ইংরেজি ভাষা ii. বাংলা ভাষা
iii. উর্দু ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪২. পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহারের দাবি প্রথম উত্থাপিত হয়– (অনুধাবন)

i. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক
ii. ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
iii. করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইমন প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে ভোরবেলায় বিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে খালি পায়ে ফুলের তোড়া নিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

১৪৩. ইমন কোন আন্দোলনের স্মরণে শহিদমিনারে ফুলের তোড়া দেয়? (প্রয়োগ)

ⓚ স্বাধীনতা আন্দোলন ● ভাষা আন্দোলন
ⓖ গণআন্দোলন ⓖ ছাত্র আন্দোলন

১৪৪. উক্ত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সালাম
ii. বরকত
iii. জব্বার

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৮

At a Glance

- পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচি ছিল– ২১ দফাভিত্তিক।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন–এ. কে. ফজলুল হক।
- পাকিস্তানে সর্বপ্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয়– ১৯৫৬ সালে।
- মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণা প্রদান করেন– আইয়ুব খান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৫. পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কবে? (জ্ঞান)

ⓚ ১৯৫০ সালে ⓖ ১৯৫২ সালে ● ১৯৫৪ সালে ⓖ ১৯৫৬ সালে

১৪৬. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসনসংখ্যা ছিল কত? (জ্ঞান)

ⓚ ৩০০টি ⓖ ৩০৫টি ● ৩০৯টি ⓖ ৩১৫টি

১৪৭. কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়? (জ্ঞান)

ⓚ ১৯৫২ ● ১৯৫৩ ⓖ ১৯৫৪ ⓖ ১৯৫৫

১৪৮. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় কোন দল পাকিস্তানের ক্ষমতায় ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ আওয়ামী লীগ ● মুসলিম লীগ
ⓖ জামায়াত–ই–ইসলামী ⓖ পাকিস্তান পিপলস পার্টি

১৪৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে কোন দল? (জ্ঞান)

ⓚ মুসলিম লীগ ⓖ খেলাফতে রব্বানী
● যুক্তফ্রন্ট ⓖ জামায়াতে ইসলামী

১৫০. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কতিপয় সমমনা দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এ ঘটনার দ্বারা কোন বিষয়টি প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)

ⓚ অর্থনৈতিক জোট গঠন ⓖ মহাজোট গঠন
● রাজনৈতিক জোট গঠন ⓖ আঞ্চলিক জোট গঠন

১৫১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কয় দফাবিশিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে? (জ্ঞান)

ⓚ ৬ দফা ⓖ ১১ দফা ● ২১ দফা ⓖ ২৮ দফা

১৫২. কোন দাবি পূর্ববাংলার জনগণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল? (অনুধাবন)

ⓚ ৮ দফা ⓖ ১৪ দফা
● ২১ দফা ⓖ ৬ দফা

১৫৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কতটি আসন ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ২২৩ ● ২৩৭ ⓖ ৩০০ ⓖ ৩০৯

১৫৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয়লাভ করে? (জ্ঞান)

● ২২৩ ⓖ ২৩৭ ⓖ ৩০৯ ⓖ ৩০০

১৫৫. ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)

ⓚ ৪ ● ৯ ⓖ ২৪ ⓖ ৩৬

১৫৬. ভাষা আন্দোলনের পর কোন বিষয়টি পূর্ববাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে? (জ্ঞান)

ⓚ আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ ঘোষণা
ⓖ ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন
● ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় লাভ
ⓖ ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন গঠন

১৫৭. যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী হন কে? (জ্ঞান)

ⓚ মওলানা ভাসানী ⓖ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ⓖ হাজি দানেশ ● শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক

১৫৮. যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভাকে কত দিনের মাথায় ভেঙে দেওয়া হয়? (জ্ঞান)

● ৫৬ ⓖ ৫৭ ⓖ ৫৮ ⓖ ৫৯

১৫৯. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ববাংলায় কীসের শাসন কায়েম করা হয়? (অনুধাবন)

ⓚ রাষ্ট্রপতির শাসন ● গভর্নরের শাসন
ⓖ সামরিক শাসন ⓖ কেন্দ্রীয় শাসন

১৬০. সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় কত সালে? (জ্ঞান)

ⓚ ১৯৫২ ⓖ ১৯৫৪ ● ১৯৫৬ ⓖ ১৯৫৮

১৬১. কোন সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়? (জ্ঞান)

● ১৯৫৬ ⓚ ১৯৬২ ⓖ ১৯৬৯ ⓘ ১৯৭২

১৬২. পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সংবিধান কত সালে বাতিল ঘোষিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৫৭ ● ১৯৫৮ ⓖ ১৯৫৯ ⓘ ১৯৬০

১৬৩. জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কখন পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৬ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল ● ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল
ⓖ ৮ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল ⓘ ৯ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল

১৬৪. পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান বাতিল করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ খাজা নাজিমুদ্দিন ● ইস্কান্দার মীর্জা
ⓖ আইয়ুব খান ⓘ ইয়াহিয়া খান

১৬৫. ১৯৫৮ সালে সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন কে? (জ্ঞান)
● ইস্কান্দর মির্জা ⓚ আইয়ুব খান
ⓖ ইয়াহিয়া খান ⓘ খাজা নাজিমুদ্দিন

১৬৬. পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির কয় সপ্তাহের মধ্যে ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান ৰমতা দখল করেন? (জ্ঞান)
ⓚ দুই ● তিন ⓖ চার ⓘ পাঁচ

১৬৭. মৌলিক গণতন্ত্রে সারাদেশে নির্বাচকমণ্ডলী কত ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ষাট হাজার ⓚ সত্তর হাজার ● আশি হাজার ⓘ নব্বই হাজার

১৬৮. 'মৌলিক গণতন্ত্র' ধারণার প্রবর্তক কে? (জ্ঞান)
ⓚ ইস্কান্দর মির্জা ● আইয়ুব খান
ⓖ ইয়াহিয়া খান ⓘ খাজা নাজিমুদ্দিন

১৬৯. মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে পূর্ব পাকিস্তানের কতজন ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৫,০০০ ⓚ ২০,০০০ ⓖ ৩০,০০০ ● ৪০,০০০

১৭০. আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ঘোষণা করেন কবে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৫৭ সালে ⓚ ১৯৫৮ সালে ● ১৯৫৯ সালে ⓘ ১৯৬০ সালে

১৭১. কালো আইন জারি করে পূর্ববাংলার জনপ্রিয় রাজনীতিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে কে বিরত রাখেন? (জ্ঞান)
ⓚ টিক্কা খান ● আইয়ুব খান
ⓖ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓘ জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা

১৭২. কার শাসন আমলে বাঙালিদের মধ্যে প্রবল আকারে আলাদা জাতিগত পরিচয়ের প্রকাশ ঘটে? (জ্ঞান)
ⓚ লিয়াকত আলী খান ⓚ জেনারেল টিক্কা খান
● জেনারেল আইয়ুব খান ⓘ জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা

১৭৩. কত সালে জেনারেল আইয়ুব খান নিজস্ব ধ্যানধারণা নির্ভর একটি নতুন শাসনতন্ত্র দেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৫৯ ⓚ ১৯৬০ ⓖ ১৯৬১ ● ১৯৬২

১৭৪. ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাকিস্তানে কে অসীম ৰমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হল? (জ্ঞান)
ⓚ ফাতেমা জিন্নাহ ● আইয়ুব খান
ⓖ ইস্কান্দার মির্জা ⓘ ইয়াহিয়া খান

১৭৫. কত সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন বহাল থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৬১ ● ১৯৬২ ⓖ ১৯৬৩ ⓘ ১৯৬৪

১৭৬. আইয়ুব খান একটানা কত মাস সামরিক আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৩৬ ⓚ ৪০ ● ৪৪ⓘ ৪৮

১৭৭. পূর্ববাংলার মোট কতজন রাজনীতিককে কালো আইনের আওতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ৭৫ ⓚ ৭৬ ⓖ ৭৭ ● ৭৮

১৭৮. কত সালে শরীফ শিৰা কমিশন রিপোর্টে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ্য বাধ্যতামূলক করে? (জ্ঞান)
● ১৯৬২ ⓚ ১৯৬৪ ⓖ ১৯৬৭ ⓘ ১৯৬৮

১৭৯. ১৯৬২ সালের শরীফ শিৰা কমিশন রিপোর্টে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে কোন বর্ণমালায় লেখার সুপারিশ করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ আরবি ⓚ উর্দু
● রোমান ⓘ ইংরেজি

১৮০. কোন রিপোর্টে ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা হয়? (প্রয়োগ)
● শরীফ শিৰা কমিশন রিপোর্টে ⓚ আইয়ুব শিৰা কমিশন রিপোর্টে
ⓖ নিজাম শিৰা কমিশন রিপোর্টে ⓘ বর্ণমালা শিৰা কমিশন রিপোর্টে

১৮১. কোন পত্রিকাটি আইয়ুব খানের সামিরক শাসনের বিরবদ্ধে প্রশংসনীয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হয়? (জ্ঞান)
ⓚ দৈনিক জনকণ্ঠ ● দৈনিক ইত্তেফাক
ⓖ দৈনিক মানবজমিন ⓘ দৈনিক ভোরের আলো

১৮২. কত সালে ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৫৮ ● ১৯৫৯ ⓖ ১৯৬০ ⓘ ১৯৬১

১৮৩. পূর্ববাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● তফাজ্জল হোসেন ⓚ মতিউর রহমান
ⓖ কাজী জাফর মিয়া ⓘ রণেশ দাশ গুপ্ত

১৮৪. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরবতে কোন ৰেত্রে দুই অংশের মধ্যে পূর্ববাংলার অবস্থা অপেৰাকৃত ভালো ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক ⓚ সাংস্কৃতিক
● অর্থনৈতিক ⓘ সামাজিক

১৮৫. পাকিস্তানের দ্রবত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ৰেত্রে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন কে? (জ্ঞান)
● আইয়ুব খান ⓚ লিয়াকত আলী খান
ⓖ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓘ এ. কে. ফজলুল হক

১৮৬. পাকিস্তান পরানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● মাহবুবুল হক ⓚ শরীফ হাওলাদার
ⓖ এ. কে. ফজলুল হক ⓘ ফজলে আলী মিয়া

১৮৭. অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের তথ্য মতে দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ শিল্প, ৭৯ ভাগ বিমা এবং ৮০ ভাগ ব্যাংক সম্পদ কয়টি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ২১ ● ২২ ⓖ ২৩ ⓘ ২৪

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৮. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়– (অনুধাবন)
i. পূর্ববাংলার জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে ঐক্যবদ্ধ
ii. পূর্ববাংলার জনগণ ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ
iii. পূর্ববাংলার জনগণ স্বাধীনচেতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ– (অনুধাবন)
i. তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত বিরোধ
ii. বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন
iii. পূর্ব বাংলার প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের অবজ্ঞা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯০. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি আসন ii. জনতা পার্টি পায় ২৬টি আসন
iii. মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯১. আইয়ুব খানের নতুন শাসনতন্ত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়– (অনুধাবন)
i. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ii. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা
iii. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বাঙালি নাগরিকদের যে দিকগুলো তুলে ধরে তা হলো– (অনুধাবন)
i. রাজনৈতিক অধিকার ii. অর্থনৈতিক অধিকার
iii. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৩. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল– (অনুধাবন)
i. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান
ii. ভাষা শহিদদের স্মরণে শহিদমিনার নির্মাণ

iii. ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৪. ১৯৬২ সালে শরীফ শিৰা কমিশন রিপোর্টে যেসব সুপারিশ করা হয়, তা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা
ii. ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা
iii. শিৰা খরচ শিৰার্থীদের বহন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৫. অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের তথ্য মতে ২২ পরিবারের হাতে যেসব সম্পদ কেন্দ্রীভূত রয়েছে তা হলো– (অনুধাবন)
i. ৬৬ ভাগ শিল্প ii. ৭৯ ভাগ বিমা
iii. ৮০ ভাগ ব্যাংক সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৬. জেনারেল আইয়ুব খানের এক দশকের শাসনামলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়
ii. পূর্ববাংলার ধনসম্পদ পশ্চিম অংশে চলে যায়
iii. পশ্চিম বাংলার জনগণ বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৭. জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামারিক শাসন জারির পর সেখানে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়
ii. সকল রাজনৈতিক দলের তৎপরতা ও সভা–সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়
iii. ৭৮ জন রাজনীতিককে কালো আইনের আওতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৮. তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া গ্রেফতার হন– (অনুধাবন)
i. ১৯৫৯ সালে ii. ১৯৬২ সালে
iii. ১৯৬৬ সালে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৯. জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে– (অনুধাবন)
i. অনেক বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়
ii. পূর্ববাংলার ধনসম্পদ পশ্চিম অংশে চলে যায়
iii. বিভিন্ন ৰেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ বঞ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০০ ও ২০১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপারে জানতে চাইলে আলমের পিতা আলমকে বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বেশি সুযোগ–সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানিরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। বরং সর্বৰেত্রেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল।

২০০. আলমের বাবার কথায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের কী প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)
ক নৈতিকতার দিক খ কল্যাণের দিক
● ন্যায়নীতিহীনতা ঘ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

২০১. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য পরিলৰিত হয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাজনৈতিক ৰেত্রে ii. প্রশাসনিক ৰেত্রে
iii. ধর্মীয় ৰেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ৬ দফা কর্মসূচি ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৯

At a Glance

- ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করা হয়– ১৯৬৬ সালের ৫–৬ ফেব্রুয়ারি।
- ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন– শেখ মুজিবুর রহমান।
- ৬ দফা কর্মসূচি ছিল– বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়– ১৯৬৮ সালে।
- ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়– ১৯৬৯ সালে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০২. ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচি কত তারিখে ঘোষণা করা হয়? (জ্ঞান)
ক ৫ – ৬ জানুয়ারি ● ৫ – ৬ ফেব্রুয়ারি
গ ৫ – ৬ মার্চ ঘ ৫ – ৬ এপ্রিল

২০৩. আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি কোথায় উত্থাপন করা হয়? (অনুধাবন)
ক ঢাকায় ● লাহোরে গ করাচিতে ঘ চট্টগ্রামে

২০৪. কত সালে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৪ খ ১৯৬৫ ● ১৯৬৬ ঘ ১৯৬৭

২০৫. ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন কে? (জ্ঞান)
ক মওলানা ভাসানী খ এ. কে. ফজলুল হক
● শেখ মুজিবুর রহমান ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২০৬. ৬ দফা কর্মসূচি কী? (অনুধাবন)
ক বৈষম্যের এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ● জাতির ছয়টি ন্যায্য দাবি
গ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ঘ সাংবিধানিক নিয়ম

২০৭. ৬ দফা কর্মসূচির কোন দফায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
● ১ম খ ২য় গ ৪র্থ ঘ ৫ম

২০৮. বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরৰা ছাড়া সকল বিষয় প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। দাবিটি ৬ দফার কততম দফা? (জ্ঞান)
ক দফা–১ ● দফা–২ গ দফা–৩ ঘ দফা–৪

২০৯. ৬ দফার কততম দফায় আলাদা মুদ্রাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক দফা–১ খ দফা–২ ● দফা–৩ ঘ দফা–৪

২১০. আধাসামরিক বাহিনী গঠন ৬ দফার কততম দফার অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
ক দফা–৩ খ দফা–৪ গ দফা–৫ ● দফা–৬

২১১. পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখার দাবি ৬ দফার কততম দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক দফা ৩ খ দফা ৪
● দফা ৫ ঘ দফা ৬

২১২. ৬ দফা কর্মসূচির মূল লৰ্য কী ছিল? (উচ্চতর দৰতা)
● বাঙালির জাতীয় মুক্তি গ সামাজিক মুক্তি
গ সুষ্ঠু বাণিজ্য সম্পর্ক ঘ নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২১৩. 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয় কোনটিকে? (জ্ঞান)
ক ভাষা আন্দোলনকে ● ৬ দফা কর্মসূচিকে
গ ১৯৫৪–এর নির্বাচনকে ঘ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে

২১৪. ৬ দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আখ্যায়িত করেন কে? (জ্ঞান)
● আইয়ুব খান খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ নুরৰল আমিন ঘ লিয়াকত আলী খান

২১৫. আগরতলা মামলা করা হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৭ ● ১৯৬৮ গ ১৯৬৯ ঘ ১৯৭০

২১৬. ১৯৬৮ সালের কোন মাসে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেন? (জ্ঞান)
● জানুয়ারি মাসে খ ফেব্রুয়ারি মাসে
গ মার্চ মাসে ঘ এপ্রিল মাসে

২১৭. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মওলানা ভাসানী
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২১৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট কতজনকে আসামি করা হয়? (জ্ঞান)
● ৩৫ ⓖ ৩৬ ⓖ ৩৭ ⓖ ৩৮

২১৯. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান
ⓖ রাষ্ট্র বনাম মাওলানা ভাসানী এবং অন্যান্য
ⓖ রাষ্ট্র বনাম তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য
● রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

২২০. আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু কারাগারে গেলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বভার কাদের ওপর গিয়ে বর্তায়? (অনুধাবন)
ⓚ সেনাবাহিনী ⓖ আইনজীবী
ⓖ কৃষকশ্রেণি ● সচেতন ছাত্রসমাজ

২২১. ১৯৬৯ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন ⓖ ছাত্রনেতা কাজী মাহবুব
● ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ ⓖ ছাত্রনেতা ওবায়দুল কাদের

২২২. বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে? (জ্ঞান)
ⓚ ৮ দফা ⓖ ১০ দফা
● ১১ দফা ⓖ ২১ দফা

২২৩. '৬ দফা' কর্মসূচি মূলত কী ধরনের কর্মসূচি ছিল? (অনুধাবন)
ⓚ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচি
● রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচি
ⓖ পরাধীনতা হতে মুক্তির কর্মসূচি
ⓖ ধর্মীয় গোঁড়ামি হতে মুক্তির কর্মসূচি

২২৪. ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে পূর্ববাংলায় গণবিদ্রোহ দেখা দেয় কখন? (অনুধাবন)
ⓚ ১৯৬৭ সালের নভেম্বর – ১৯৬৮ সালের মার্চ পর্যন্ত
● ১৯৬৮ সালের নভেম্বর – ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত
ⓖ ১৯৬৮ সালের নভেম্বর – ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত
ⓖ ১৯৭০ সালের নভেম্বর – ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত

২২৫. ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে কাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় নাগরিক ঐক্য গড়ে ওঠার ভিত্তি তৈরি হয়? (জ্ঞান)
● পূর্ববাংলার সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে
ⓖ পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে
ⓖ পূর্ববাংলার আইনজীবীদের মধ্যে
ⓖ পূর্ববাংলার সাংবাদিকদের মধ্যে

২২৬. কত সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৬২ ⓖ ১৯৬৫ ● ১৯৬৯ ⓖ ১৯৭০

২২৭. আইয়ুব খান ৰমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন কখন? (জ্ঞান)
● ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ ⓖ ২৪ এপ্রিল, ১৯৬৯
ⓖ ২৩ জুলাই, ১৯৬৯ ⓖ ২২ জানুয়ারি, ১৯৬৯

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৮. ৬ দফা কর্মসূচিতে ছিল– (অনুধাবন)
i. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা
ii. কর বা শুল্ক ধার্য করার ৰমতা থাকবে
iii. নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য আধাসামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৯. জেনারেল আইয়ুব ৬ দফাকে আখ্যায়িত করেন– (অনুধাবন)
i. বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ii. জাতীয় মুক্তির সনদ বলে
iii. বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৩০. ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির– (অনুধাবন)
i. ম্যাগনাকার্টা ii. মুক্তির সনদ
iii. বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৩১. ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরব করে–(অনুধাবন)
i. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ii. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩২. ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ, এটি– (অনুধাবন)
i. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ii. মৌলিক অধিকারের ভিত্তি
iii. বাঙালির ন্যায্য অধিকারের সনদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৩৩. কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পূর্ববাংলার সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে একটি সুদৃঢ় নাগরিক ঐক্য গড়ে ওঠে
ii. ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়
iii. আইয়ুব খান ৰমতা ছাড়তে বাধ্য হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৪. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশব্যাপী আন্দোলন শুরব করার যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ii. বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি
iii. সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৫. স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে– (উচ্চতর দৰতা)
i. ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন
ii. আগরতলা মামলাবিরোধী গণঅভ্যুত্থান
iii. পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩৬ ও ২৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিতুল দশ টাকার কাগজের নোটে একজন নেতার ছবি দেখে। যিনি ৬ দফা দাবি পাকিস্তানি শাসকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন।

২৩৬. মিতুল দশ টাকার কাগজের নোটে কার ছবি দেখতে পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ জিয়াউর রহমান ⓖ মওলানা ভাসানী
● শেখ মুজিবুর রহমান ⓖ সোহরাওয়ার্দী

২৩৭. অনুচ্ছেদে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার বিষয়বস্তু ছিল–(উচ্চতর দৰতা)
i. বৈষম্যহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণ
ii. বৈদেশিক সাহায্যে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা
iii. রাজনৈতিক ৰেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১১ — At a Glance

- গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়– ১৯৬৯ সালে।
- ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল– শিৰার সুযোগ সৃষ্টি।
- আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান প্রত্যাহার করেন– আগরতলা মামলা।
- শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়– ১৯৬৯ সালে।
- রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের ওপর বিধিনিষেধ তুলে দেন–জেনারেল আইয়ুব খান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৮. পাকিস্তানের উভয় অংশে এক দুর্বার গণআন্দোলন শুরব হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৬৭ ⓖ ১৯৬৮ ● ১৯৬৯ ⓖ ১৯৭০

২৩৯. ১১ দফা কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন করেছিল কারা? (জ্ঞান)

● ছাত্ররা ⓚ কৃষকরা ⓖ আইনজীবরা ⓘ শ্রমিকরা

২৪০. বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি কোন দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল? (অনুধাবন)
ⓚ ৫ ⓚ ৬ ● ১১ ⓘ ২১

২৪১. রাজবন্দীদের মুক্তি কোন দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল? (অনুধাবন)
ⓚ ছাত্রদের ৮ দফা ⓚ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা
ⓖ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ● ছাত্রদের ১১ দফা

২৪২. 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় কখন? (অনুধাবন)
ⓚ বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন ⓚ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময়
● ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের সময় ⓘ অসহযোগ আন্দোলনের সময়

২৪৩. ১৯৯০–এর স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্য ছিল নিচের কোন আন্দোলনটির? (প্রয়োগ)
ⓚ ভাষা আন্দোলন ⓚ খেলাফত আন্দোলন
● ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ⓘ অসহযোগ আন্দোলন

২৪৪. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন কে? (জ্ঞান)
● আইয়ুব খান ⓚ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ⓖ ইয়াহিয়া খান ⓘ লিয়াকত আলী খান

২৪৫. শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কখন? (জ্ঞান)
● ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ⓚ ১৯৬৯ সালের ১৭ মার্চ
ⓖ ১৯৬৯ সালের ২৮ এপ্রিল ⓘ ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই

২৪৬. বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আগের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ করাচি ময়দান ⓚ লাহোর ময়দান
ⓖ রেসিকো ময়দান ● রেসকোর্স ময়দান

২৪৭. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভ করেন কখন? (অনুধাবন)
ⓚ ১৯৬২ সালে ⓚ ১৯৬৪ সালে ⓖ ১৯৬৬ সালে ● ১৯৬৯ সালে

২৪৮. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মুখে কে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন? (জ্ঞান)
● আইয়ুব খান ⓚ ইয়াহিয়া খান
ⓖ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓘ ইস্কান্দার মীর্জা

২৪৯. আইয়ুব খান কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি হতে বিদায় গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ জুলফিকার আলী ভুট্টো ● ইয়াহিয়া খান
ⓖ লিয়াকত আলী ⓘ খাজা নাজিমুদ্দিন

২৫০. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ইয়াহিয়া খান কোন ধরনের পদক্ষেপ ঘোষণা করেন? (অনুধাবন)
● শাসনতান্ত্রিক ⓚ নিয়মতান্ত্রিক
ⓖ প্রজাতান্ত্রিক ⓘ গণতান্ত্রিক

২৫১. ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের জন্য কতটি আসনসংখ্যা নির্ধারণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৩১২ ● ৩১৩ ⓖ ৩১৪ ⓘ ৩১৫

২৫২. ইয়াহিয়া খানের সময় জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা কতটি ছিল? (জ্ঞান)
● ১৩ ⓚ ১৪ ⓖ ১৫ ⓘ ১৬

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫৩. ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. মৌলিক গণতন্ত্র ii. আগরতলা মামলা
iii. আইয়ুব শাহীর নির্যাতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৪. ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো– (অনুধাবন)
i. শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
ii. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন
iii. নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৫. গণঅভ্যুত্থানের যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আইয়ুব খানের পদত্যাগ
ii. ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল
iii. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৬. ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আইয়ুব খানের বিদায়
ii. ইয়াহিয়া খানের শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ
iii. শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৭. ১৯৬৯ সালে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বার গণআন্দোলন শুরু হয়– (অনুধাবন)
i. মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ii. স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
iii. আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৮. ১১ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ii. শিল্পের জাতীয়করণ
iii. অঙ্গরাজ্যসমূহে আধাসামরিক বাহিনী গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৯. ছাত্রদের ১১ দফায় ঘোষিত হয়েছিল– (অনুধাবন)
i. জরুরি নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন
ii. বাকস্বাধীনতা
iii. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬০. জেনারেল ইয়াহিয়া খানের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ১৩টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা
ii. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ দিন ধার্য করা
iii. প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ফলাফল

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১১

At a Glance

- ১৯৭০–এর নির্বাচন ছিল– পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ৭ ডিসেম্বর।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল– বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ বা ৬ দফা।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে লাভ করে– ১৬০টি আসন।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে– ২৮৮টি।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়– আওয়ামী লীগ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬১. পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ⓚ ১৯৬২ সালের নির্বাচন
ⓖ ১৯৬৬ সালের নির্বাচন ● ১৯৭০ সালের নির্বাচন

২৬২. ১৯৭০ সালের ১ম দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ⓚ ৭ নভেম্বর ⓚ ১৭ নভেম্বর ⓖ ৫ ডিসেম্বর ● ৭ ডিসেম্বর

২৬৩. ১৯৭০ সালের ২য় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
● ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ ⓚ ১৮ জানুয়ারি ১৯৭১
ⓖ ১৯ জানুয়ারি ১৯৭১ ⓘ ২০ জানুয়ারি ১৯৭১

২৬৪. সত্তরের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন দল ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ মুসলিম লীগ ● আওয়ামী লীগ

ⓖ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ⓘ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি

২৬৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের কে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ছিলেন? (জ্ঞান)

ⓚ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ● জুলফিকার আলী ভুট্টো
ⓖ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ⓘ জেনারেল আইয়ুব খান

২৬৬. 'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি'– ১৯৭০–এর নির্বাচনে এটি কোন দলের সেরাগান ছিল? (অনুধাবন)

ⓚ আওয়ামী লীগ ⓛ মুসলিম লীগ
ⓖ জামায়াত–ই–ইসলাম ● পাকিস্তান পিপলস পার্টি

২৬৭. ১৯৭০–এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)

● ১৬০ ⓛ ১৬২ ⓖ ১৬৭ ⓘ ১৭১

২৬৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসন কতটি ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ৫ ● ৭ ⓖ ৯ ⓘ ১২

২৬৯. ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ পাকিস্তান পিপলস পার্টি মোট কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)

ⓚ ৮৫ ⓛ ৮৬ ⓖ ৮৭ ● ৮৮

২৭০. পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)

● ২৮৮ ⓛ ২৯০ ⓖ ২৯৫ ⓘ ২৯৮

২৭১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ১০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)

ⓚ ২৯৭ ● ২৯৮ ⓖ ২৯৯ ⓘ ৩০০

২৭২. ১৯৭০ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)

ⓚ ৭ ⓛ ৮ ● ৯ ⓘ ১০

২৭৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের সর্বমোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় কতটি? (জ্ঞান)

ⓚ ১৬৭ ⓛ ২৮৮ ● ২৯৮ ⓘ ৩১৩

২৭৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কতটি আসন বরাদ্দ ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ১২৫ ⓛ ১৩২ ● ১৩৮ ⓘ ১৫৮

২৭৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতা কে ছিলেন? (অনুধাবন)

ⓚ আইয়ুব খান ⓛ ইয়াহিয়া খান
ⓖ জুলফিকার আলী ভুট্টো ● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৭৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচন–পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে কেন? (অনুধাবন)

● আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে
ⓛ আওয়ামী লীগ ৬ দফা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলে
ⓖ পিপলস পার্টি পরাজিত দল হিসেবে আবির্ভূত হলে
ⓘ পিপলস পার্টি নির্বাচনি ফলাফল বর্জনের ঘোষণা দিলে

২৭৭. ১৯৭০–এর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর পাকিস্তানের সামরিক–বেসামরিক আমলারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ ষড়যন্ত্রে কে যুক্ত হন? (জ্ঞান)

ⓚ ওয়ালী খান ⓛ আইয়ুব খান
ⓖ ইয়াহিয়া খান ● জুলফিকার আলী ভুট্টো

২৭৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচন–পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সংকটের সামরিক সমাধানে মনস্থির করে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী প্রস্তুতির জন্য কত তারিখ পর্যন্ত সময় নেয়? (জ্ঞান)

ⓚ ৩ মার্চ ১৯৭১ ⓛ ৭ মার্চ ১৯৭১
ⓖ ২৩ মার্চ ১৯৭১ ● ২৫ মার্চ ১৯৭১

২৭৯. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন? (জ্ঞান)

ⓚ ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ● ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ
ⓖ ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ ⓘ ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ

২৮০. কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন? (জ্ঞান)

ⓚ আইয়ুব খান ⓛ ইস্কান্দার মির্জা
● ইয়াহিয়া খান ⓘ টিক্কা খান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– (অনুধাবন)

i. ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ ii. ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০
iii. ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
ii. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
iii. ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য দলগুলো হলো– (অনুধাবন)

i. আওয়ামী লীগ
ii. পাকিস্তান পিপলস পার্টি
iii. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পিপলস পার্টির প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল–(অনুধাবন)

i. শক্তিশালী কেন্দ্র ii. ইসলামী সমাজতন্ত্র
iii. ভারত বিরোধিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো– (অনুধাবন)

i. জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬০ আসন লাভ করে
ii. পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে ২২০ আসন লাভ করে
iii. প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির নির্বাচনি সেরাগান ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ইসলাম আমাদের বিশ্বাস ii. গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা
iii. পুঁজিবাদ আমাদের অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮৭. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন নিশ্চিত হয়
ii. ৬ দফাভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়
iii. পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান মিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রমাণ করেছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বাঙালিদের স্বতন্ত্রতা ii. পাকিস্তানিদের স্বতন্ত্রতা
iii. স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮৯ ও ২৯০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিমূল রচিত হয়েছিল স্বাধীনতা পূর্ব নির্বাচনে। সে নির্বাচন ছিল দুই দফায়। ১ম দফা ডিসেম্বরে, ২য় দফা পরবর্তী বছরের জানুয়ারিতে।

২৮৯. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্বাচন কীভাবে স্বাধীনতার পথ প্রসারিত করে? (প্রয়োগ)

ক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়
● বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া
গ পাকিস্তানের শাসকদের নির্বাচনমুখী হওয়া
ঘ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া

২৯০. উক্ত নির্বাচন বুঝতে শেখায়– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
ii. ভাষা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ বোঝা
iii. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৩ ও ১১৫

- ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়– প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক।
- পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়– ১ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে।
- স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়– ২ মার্চ ১৯৭১ সালে।
- বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়– ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ।
- পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পূর্ববাংলায় সকল কিছু পরিচালিত হয়– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নির্দেশে।
- বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন হচ্ছে– ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ।
- ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন– চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯১. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক কখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়? (জ্ঞান)

● ১ মার্চ, ১৯৭১ সাল খ ২ মার্চ, ১৯৭১ সাল
গ ৩ মার্চ, ১৯৭১ সাল ঘ ৪ মার্চ, ১৯৭১ সাল

২৯২. পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)

ক ১ মার্চ, ১৯৬৮ খ ২ এপ্রিল, ১৯৬৯
গ ৮ জুন, ১৯৭০ ● ১ মার্চ, ১৯৭১

২৯৩. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ছাত্র–জনতার সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এখানে উল্লিখিত 'ছাত্র–জনতার সমাবেশটি' কোথায় অবস্থিত ছিল? (প্রয়োগ)

ক ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে খ রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে
গ ঢাকার মধুর ক্যান্টিনে ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়

২৯৪. কখন সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)

ক ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ● ১৯৭১ সালের ২ মার্চ
গ ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঘ ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ

২৯৫. ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় কার উপস্থিতিতে ছাত্রসমাজের স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করা হয়? (জ্ঞান)

ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ জেনারেল জিয়াউর রহমান
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ মওলানা ভাসানী

২৯৬. কখন স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়? (জ্ঞান)

ক ২ মার্চ, ১৯৭১ সাল ● ৩ মার্চ, ১৯৭১ সাল
গ ৪ মার্চ, ১৯৭১ সাল ঘ ৫ মার্চ, ১৯৭১ সাল

২৯৭. কত তারিখে পূর্ব বাংলার সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)

ক ২২ মার্চ ● ২৩ মার্চ গ ২৪ মার্চ ঘ ২৫ মার্চ

২৯৮. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত কার আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়? (জ্ঞান)

ক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক খ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৯৯. ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কারণ কী ছিল? (অনুধাবন)

ক স্বাধিকার অর্জন ● স্বাধীনতা অর্জন
গ স্বায়ত্তশাসন ঘ সাধারণ নির্বাচন

৩০০. ঢাকার রেসকোর্স ময়দান কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক পুরনো ঢাকার ঐতিহ্য প্রকাশ ● জাতির জনকের ভাষণ প্রদান
গ ব্যবসায়–বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ঘ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন

৩০১. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কোথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন? (অনুধাবন)

ক জিয়া উদ্যান ● সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
গ রমনা পার্ক ঘ ভিক্টোরিয়া পার্ক

৩০২. জুলফিকার আলী ভুট্টো কোন দলের নেতা ছিলেন? (জ্ঞান)

ক পিপলস ন্যাশনাল খ ডেমোক্রেটিক পার্টি
● পিপলস পার্টি ঘ লিবারেশন ন্যাশনাল

৩০৩. 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'–কে বলেছিলেন? (জ্ঞান)

● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ মওলানা ভাসানী
গ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ মেজর জিয়াউর রহমান

৩০৪. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনটির সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নিচের কোন স্থানটি? (অনুধাবনা)

● ঢাকা খ বগুড়া গ চট্টগ্রাম ঘ খুলনা

৩০৫. '..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'– কে বলেন? (জ্ঞান)

● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ মওলানা ভাসানী
গ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ মেজর জিয়াউর রহমান

৩০৬. 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস' ছিল কোনটি? (জ্ঞান)

ক ২১ জানুয়ারি ● ২৩ মার্চ গ ২৬ আগস্ট ঘ ২৭ অক্টোবর

৩০৭. ১৯৭১ সালে ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে যে আলোচনা শুরু হয় তার উদ্দেশ্য কী ছিল? (অনুধাবন)

ক ক্ষমতা বণ্টন করা
খ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন
গ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া
● আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করা

৩০৮. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কোন জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন? (জ্ঞান)

ক পাঞ্জাবি খ ভারতীয়
● বাঙালি ঘ লিবারেশন ন্যাশনাল

৩০৯. বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন গ্রেফতার করা হয়? (জ্ঞান)

ক ২৭ শে মার্চ সন্ধ্যায় খ ২৬ শে মার্চ রাতে
● ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে ঘ ২৪ শে মার্চ গভীর রাতে

৩১০. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান কোন কাজটি করেন? (অনুধাবন)

ক বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসেন
খ বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করেন
● সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন
ঘ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

৩১১. বাংলার ইতিহাসে ২৫ মার্চের রাতকে কী বলে অভিহিত করা হয়? (জ্ঞান)

ক বিপ্লব–রণ খ ধ্বংস রজনী
গ সার্চলাইট ● কালরাত্রি

৩১২. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কখন? (জ্ঞান)

ক ১৫ মার্চের সন্ধ্যায় ● ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে
গ ২৯ মার্চের সকাল বেলায় ঘ ১৬ ডিসেম্বরের মধ্য দুপুরে

৩১৩. ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানান? (জ্ঞান)

ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ● ইয়াহিয়া খান

ⓖ আইয়ুব খান ⓘ মওলানা ভাসানী

৩১৪. ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কে প্রচার করেন? (জ্ঞান)
ⓚ জিয়াউর রহমান ⓛ তাজউদ্দিন যোগে
● এম এ হান্নান ⓘ জিলবুর রহমান

৩১৫. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কীসের মাধ্যমে দলীয় নেতৃবৃন্দের নিকট পৌঁছে দেন? (জ্ঞান)
ⓚ ডাকযোগে ● ওয়্যারলেসযোগে
ⓖ টেলিফোনের মাধ্যমে ⓘ ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে

৩১৬. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা ইংরেজিতে দিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ ইংরেজি সহজ ভাষা বিধায়
● বিশ্ববাসীর বোঝার জন্য
ⓖ পাকিস্তানিরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করত বলে
ⓘ ভুট্টোর ইংরেজি ভাষা প্রিয় ছিল বলে

৩১৭. "আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও।"– এখানে রুখে দাঁড়ানোর এ আহ্বান কার? (জ্ঞান)
● শেখ মুজিবুর রহমানের ⓛ এম এ হান্নানের
ⓖ জনাব ওয়ালী খানের ⓘ মহিউদ্দিন আহমদের

৩১৮. স্বাধীনতার ঘোষণা দ্বিতীয়বার কোথা থেকে দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ⓚ রাউজান থেকে ● কালুরঘাট থেকে
ⓖ রায়ের বাজার থেকে ⓘ সিভিস থেকে

৩১৯. চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান কখন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ২৬ মার্চ সকালে ⓛ ২৬ মার্চ দুপুরে
ⓖ ২৬ মার্চ রাতে ● ২৬ মার্চ সন্ধ্যায়

৩২০. রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্থানটি নিম্নের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? (জ্ঞান)
● বুদ্ধিজীবীদের হত্যা ⓛ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার
ⓖ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ⓘ ৭ মার্চের ভাষণ

৩২১. কোন বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ঢাকা ⓛ কুমিল্লা ● চট্টগ্রাম ⓘ সিলেট

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২২. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। কারণ এ দিন– (প্রয়োগ)
i. দেশ শত্রুমুক্ত হয় ii. সমগ্র দেশ অগ্নিমূর্তি ধারণ করে
iii. বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৩. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা বসেন। এক্ষেত্রে শাসকচক্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করা
ii. বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া
iii. বাঙালি জাতিকে আলাদা প্রদেশ দিয়ে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৪. ২৬ মার্চ রাতকে কালরাত্রি বলা হয়। কারণ এ রাতে– (প্রয়োগ)
i. নিরীহ বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়
ii. হাজার হাজার বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়
iii. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৫. "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"– বাঙালি জাতির এ গগনবিদারি সেরাগান থেকে বোঝা যায় যে– (অনুধাবন)
i. বাঙালি বীরের জাতি
ii. বাঙালিদের অস্ত্র আর লোকবলের অভাব নেই
iii. দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালিরা দৃঢ়চেতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৬. "পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"– বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বান দ্বারা প্রকাশ পায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দেশকে স্বাধীন করার প্রাণবন্ত লড়াই
ii. পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি তীব্র ক্ষোভ
iii. দেশকে শত্রুমুক্ত করার ব্যাকুলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৭. বাংলার মুক্তিকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে– (অনুধাবন)
i. স্বাধীনতার ঘোষণা পেয়ে
ii. ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের ফলে
iii. সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণের খবরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৮. স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচার করা হয়, তদানিন্তন ইপিআরের– (অনুধাবন)
i. ট্রান্সমিটারে ii. টেলিগ্রামে
iii. টেলিপ্রিন্টারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৬

- মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়– ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
- মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে– ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল।
- পাকিস্তানিদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয় নেয়– প্রতিবেশী দেশ ভারতে।
- মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে– মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে।
- মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে বিভক্ত করে–১১টি সেক্টরে।
- পাকবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ৯৩,০০০ সৈন্য নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন– ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৯. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ⓛ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
ⓖ ১১ জুন, ১৯৭১ ⓘ ১০ জুলাই, ১৯৭১

৩৩০. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে কত তারিখ? (জ্ঞান)
ⓚ ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১ ● ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
ⓖ ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ ⓘ ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

৩৩১. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় কখন? (জ্ঞান)
ⓚ ১০ এপ্রিল, ১৯৭০ ⓛ ২০ এপ্রিল, ১৯২০
● ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ⓘ ২০ এপ্রিল, ১৯৭১

৩৩২. মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী সর্বপ্রথম কোথায় আক্রমণ করে? (জ্ঞান)
● ঢাকায় ⓛ খুলনায় ⓖ রাজশাহী ⓘ চট্টগ্রাম

৩৩৩. পাকবাহিনীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
ⓚ নেপাল ⓛ ভুটান ● ভারত ⓘ মিয়ানমার

৩৩৪. দেশের মানুষ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে সহযোগিতা করে? (অনুধাবন)
ⓚ অর্থ দিয়ে ⓛ যুক্তি দিয়ে
ⓖ অস্ত্র দিয়ে ● খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে

৩৩৫. মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে কখন থেকে? (অনুধাবন)
ⓚ ৭ মার্চের পর থেকে
ⓛ ২৫ মার্চ রাত থেকে
ⓖ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে
● মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে

৩৩৬. নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে কয়টি ব্রিগেড গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১ ⓛ ২ ● ৩ ⓘ ৪

৩৩৭. সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা কী নামে পরিচিতি লাভ করে? (জ্ঞান)
● মুক্তিফৌজ ⓚ যৌথবাহিনী
ⓖ বিশেষ বাহিনী ⓘ কমান্ড বাহিনী

৩৩৮. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কোন যুদ্ধ হিসেবে দেখানোর জন্য ভারতের ওপর বিমান আক্রমণ চালায়? (জ্ঞান)
ⓚ রবশ–জাপান যুদ্ধ ⓚ আরব–ইসরাইল যুদ্ধ
ⓖ ইরান–ইরাক যুদ্ধ ● পাক–ভারত যুদ্ধ

৩৩৯. মুক্তিযুদ্ধে কত নম্বর সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না? (জ্ঞান)
ⓚ তিন ⓚ সাত ● দশ ⓘ এগারো

৩৪০. মুক্তিযুদ্ধে দশ নম্বর সেক্টর কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
● নৌকমান্ডার ⓚ ইপিআর কমান্ডার
ⓖ সেনা কমান্ডার ⓘ বিমানবাহিনীর কমান্ডার

৩৪১. ১৯৭১ সালের কত তারিখে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে? (জ্ঞান)
● ৩ ডিসেম্বর ⓚ ৪ ডিসেম্বর ⓖ ৫ ডিসেম্বর ⓘ ৬ ডিসেম্বর

৩৪২. কত তারিখে ভারতের লোকসভা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ● ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর
ⓖ ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর ⓘ ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর

৩৪৩. ভারত সরকার কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর ⓚ ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর
● ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ⓘ ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর

৩৪৪. পাকহানাদার বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ রাও ফরমান ⓚ ইয়াহিয়া খান
ⓖ টিক্কা খান ● জেনারেল নিয়াজী

৩৪৫. জেনারেল নিয়াজী কত হাজার সৈন্য নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৯০,০০০ ⓚ ৯২,০০০ ● ৯৩,০০০ ⓘ ৯৯,০০০

৩৪৬. পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে কখন? (জ্ঞান)
● ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ⓚ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ⓖ ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ⓘ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৩৪৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কত কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়? (জ্ঞান)
● ১ ⓚ ২ ⓖ ৩ ⓘ ৪

৩৪৮. মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি কত মাস ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ তিন ⓚ ছয় ● নয় ⓘ বারো

৩৪৯. বিশ্বের মানচিত্রে কখন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নাম লিখিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ⓚ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
ⓖ ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ● ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর

৩৫০. পাকহানাদার বাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে কখন? (জ্ঞান)
ⓚ স্বাধীনতা অর্জনের দিন ⓚ স্বাধীনতা অর্জনের পরে
● স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বমুহূর্তে ⓘ স্বাধীনতা অর্জনের একমাস পরে

৩৫১. সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের কততম দেশ? (জ্ঞান)
● প্রথম ⓚ দ্বিতীয় ⓖ তৃতীয় ⓘ চতুর্থ

৩৫২. "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"– বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ ● ৭ ⓖ ১২ ⓘ ১৬

৩৫৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলা নামে পরিচিত ছিল কারা? (অনুধাবন)
● মুক্তিফৌজের সদস্যরা ⓚ সেনাবাহিনী সদস্যরা
ⓖ যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ⓘ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫৪. পাকবাহিনী আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের– (অনুধাবন)
i. জগন্নাথ হলে ii. সুফিয়া কামাল হলে
iii. সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫৫. বাংলাদেশের মানুষ বীরমুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে– (অনুধাবন)
i. বস্ত্র দিয়ে ii. খাদ্য দিয়ে
iii. আশ্রয় দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫৬. মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল– (অনুধাবন)
i. অপরিকল্পিতভাবে ii. সুপরিকল্পিতভাবে
iii. অবিন্যস্তভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা করে– (অনুধাবন)
i. অর্থ দিয়ে ii. সেনাবাহিনী দিয়ে
iii. এদেশের মানুষদের আশ্রয় দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫৮. নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. কে–ফোর্স ii. এস–ফোর্স
iii. এম–ফোর্স
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এ যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল নয় মাস
ii. এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারান
iii. এ যুদ্ধে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা–বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬০. মুক্তিযুদ্ধে গেরিলাদের মধ্যে বেশি ছিল– (অনুধাবন)
i. ছাত্ররা ii. কৃষকরা
iii. পেশাজীবীরা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৬১. স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের উচিত– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিজস্বার্থ সংরক্ষণ করা ii. স্বনির্ভর হওয়া
iii. দেশপ্রেমিক হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৬২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মৌলিক গণতন্ত্র ii. ভাষা আন্দোলন
iii. ৬ দফা আন্দোলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৬৩. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিক্ষা দেয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাম্প্রদায়িকতার
ii. আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার
iii. ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৪ ও ৩৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আকরাম হোসেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন– পাকবাহিনী এক রাতে বাংলায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়, যে হত্যাযজ্ঞ এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। নির্বিচারে একের পর এক মানুষ হত্যা করে। প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তীতে ঢাকার বাইরে এ হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়।

৩৬৪. অনুচ্ছেদে কোন রাতের কথা প্রতিফলিত হয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৭ মার্চের রাত ⓚ ১৫ মার্চের রাত
ⓖ ২৪ মার্চের রাত ● ২৫ মার্চের রাত

৩৬৫. এ রাতের গণহত্যার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাৎ করা
ii. পাকিস্তানের অখÊতা রৰা
iii. বাংলাদেশকে রৰা করা

নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ভাষা আন্দোলন

[স. বো. '১৬]

ক. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য লিখ। ২
গ. চিত্রের সাথে সম্পর্কিত আন্দোলনটির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলনটির ভূমিকা বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে। এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর–পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত। ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরৰণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে। দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মূলত এগুলোই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

গ চিত্রের সাথে অর্থাৎ ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার সম্পর্কিত আন্দোলনটি হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে এবং পরবর্তীতে সর্বোতভাবে সফল হয়। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মদানের এ আন্দোলনের প্রেৰাপট ইতিহাসের আরও গভীরে গ্রথিত ছিল। মাতৃভাষার অধিকার গুরবত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। অথচ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরবদ্ধে বাঙালিদের যে আন্দোলন শুরব হয়, তা–ই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের যাত্রা শুরব হলেও ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। শুধু শিৰিত শ্রেণি নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। ভাষার ওপর আঘাত পুরো জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতের শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই বাংলা ভাষায় আঘাত করা হয়েছিল বিধায় বাংলার আপামর জনসাধারণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এ আন্দোলনের গুরবত্ব অপরিসীম। এ আন্দোলন বাঙালির চেতনামূলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয় এবং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের একক রাজনৈতিক পরাটফর্মের অধীনে একত্রিত করে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের গুরবত্ব অপরিসীম ছিল। বিশ্বে ভাষার জন্য বাঙালিদের মতো আর কোনো জাতিকে আত্মাহুতি দিতে হয়নি। এজন্যই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বিশ্ব ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে খ্যাত, যা স্বাধীনতার সোনালি সূর্য ছিনিয়ে এনে সফল পরিণতি লাভ করে। জাতীয়তাবাদ হলো একটি অনুভূতি বা অনুপ্রেরণা মাত্র। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরব হয়। কালক্রমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিৰা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী শিৰায় উদ্বুদ্ধ হয়। এর ফলেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীৰিত হয়ে স্বৈরাচারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে নিজের মাতৃভূমিকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে সৰম হয়। বস্তুত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল ভিত্তিস্বরূ প।

প্রশ্ন– ২ ৭ই মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ

চিত্র–১

চিত্র–২

[স. বো. '১৫]

ক. লাহোর প্রস্তাব কে পেশ করেন? ১
খ. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র–১ এর প্রেৰাপট ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র–২ এর অভ্যুদয়ে চিত্র–১ এর ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন।

খ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৬৪ শতাংশ ভোট লাভ করে। এই নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট এককভাবে ২২৩টি আসনে বিজয়ী হয়। সরকারি দল মুসলিম লীগ ২৭ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। পূর্ব বাংলার জনগণ এই নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্বের বিপৰে রায় দেয়। জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্টের শাসনের সূচনা করে।

গ চিত্র–১ এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ, ১৯৭১ ঐতিহাসিক রেসেকোর্স ময়দানের ভাষণ প্রদর্শিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ–শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর এদেশের জনগণের সাথে প্রতারণা এবং বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন। চিত্রটিতে বাংলাদেশের

রূ পকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির নাগপাশ থেকে স্থায়ী মুক্তি বয়ে আনা। এ ভাষণ বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দান করে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ধাবিত করে। অর্থাৎ এ ভাষণের প্রেরাপট ছিল সকল শোষণ–বঞ্চনা থেকে মুক্তি।

ঘ চিত্র–২ অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা চিত্র–১ অর্থাৎ ৭ মার্চের ভাষণেই ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণের মাধ্যমেই তিনি অসহায় নিরস্ত্র, নির্যাতিত বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখান। এ ভাষণের পরই বাঙালি জাতির সামনে স্বাধীনতার গন্তব্য নির্ধারিত হয়ে যায়। চিত্র–১ উলিরখিত ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভ করে। এ নির্দেশনা অনুসরণ করেই বাঙালি জাতি যুদ্ধ করে এবং কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। এ ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পায়। সেদিন বঙ্গবন্ধু পরোৰভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বাঙালি জাতিকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেন, যার যা আছে তাই নিয়েই শত্রবর মোকাবিলা করতে বলেন। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম যুদ্ধের কলাকৌশল ও শত্রব মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দেন। তার নির্দেশনা বাঙালি জাতির জন্য আলোর দিশা হয়ে দেখা দেয়। তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বুকের রক্ত রাজপথে ঢেলে দেওয়ার দৃপ্ত শপথ করে। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বাঙালিরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মেনেই। চিত্র–২ অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি দীর্ঘদিনের বিদেশি শাসন–শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা। সুতরাং বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

দীর্ঘদিন পাকিস্তানে শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে ৰমতার দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়ারা ৰমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও সুন্নিদের মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। এজন্য সুন্নিদের রাজনৈতিক দলের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে দলের একজন সিনিয়র নেতা সুন্নিদের স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। [যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কী নামে পরিচিত? ১
খ. ২৫ মার্চকে ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে অভিহিত করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উলিরখিত সুন্নি নেতার প্রস্তাবটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত যে প্রস্তাবটির সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ প্রস্তাবটির মূল বক্তব্য বিশেরষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঢাকাসহ অন্যান্য শহরেও হাজার হাজার নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাই এই রাতকে ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত সুন্নি নেতার প্রস্তাবটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত লাহোর প্রস্তাবটির সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে পাকিস্তানে সুন্নিদের স্বার্থরৰায় একজন শীর্ষ সুন্নি নেতা তাদের দলের বার্ষিক কাউন্সিলের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এটি আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারতের উত্তর–পশ্চিম ও উত্তর–পূর্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। এজন্য মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন।

ঘ উদ্দীপকে সাদৃশ্যপূর্ণ লাহোর প্রস্তাবটির মূল বিষয় ছিল মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসন। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উদ্দীপকে উলিরখিত সুন্নি নেতার উত্থাপিত প্রস্তাবটি ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবকে নির্দেশ করে। তিনি প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বার্থরৰা'র বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উলেরখযোগ্য বিষয়গুলো হলো– ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে। ভারতের উত্তর–পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করতে হবে। এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বাধীন। সব সংখ্যালঘুর অধিকার ও স্বার্থরৰার জন্য উপযুক্ত সাংবিধানিক রৰাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না। সুতরাং বলা যায়, লাহোর প্রস্তাবটির মূল বিষয় ছিল মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসন।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

নির্বাচন কর্মকর্তা জনাব মাকসুদুল আলম একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রাক্কালে মাঠপর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালায় মিলিত হন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি একটি দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের কিছু স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন ঐ নির্বাচনটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সবার ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছেলি। দু'দফার এই নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র, ইসলামি সমাজতন্ত্র এবং অব্যাহত ভারত বিরোধিতা। [মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. জেনারেল আইয়ুব খান একটানা কয় মাস দেশ পরিচালনা করেন? ১
খ. পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানদের নীচু মানুষ হিসেবে দেখত কেন? ২
গ. জনাব মাকসুদুল আলম সাহেবের স্মৃতিচারণকৃত নির্বাচনটির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচনের ফলাফল বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেনারেল আইয়ুব খান একটানা ৪৪ মাস দেশ পরিচালনা করেন।

খ বাঙালি মুসলমানদের আচরণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল বিধায় তারা বাঙালি মুসলমানদের নীচু জাতের মানুষ মনে করত। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা–সংস্কৃতি, ইতিহাস–

ঐতিহ্য, পোশাক–পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পশ্চিম পাকিস্তানি বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা মনে করত, তাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত ও তাদের ধমনিতে রয়েছে অভিজাতের রক্ত। এই ধরনের মানসিকতার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের নীচু জাতের মানুষ হিসেবে দেখত।

গ উদ্দীপকের নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক স্মৃতিচারণকৃত নির্বাচনটি হলো ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং ধর্ম নির্বিশেষে সবার ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন দু'দফায় যথাক্রমে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ এবং ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকের আলোচিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ (ওয়ালী খান) জামায়াত–ই–ইসলামী, জমিয়তে উলামা–ই–ইসলাম, জমিয়াতে উলামা–ই–পাকিস্তান, নেজাম–ই–ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ইত্যাদি। এ নির্বাচনে পিপলস পার্টির প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র, ইসলামি সমাজতন্ত্র এবং অব্যাহত ভারত বিরোধিতা।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নজিরবিহীন ভোটে জয়লাভ করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। আলোচিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জাতীয় পরিষদের ১৬২টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনসহ সর্বমোট ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি লাভ করে। অন্য ১২টি আসনের ৯টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী, ২টিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একটিতে জামায়াত–ই–ইসলামী জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনসহ আওয়ামী লীগের দলীয় আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৮টি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

ইলিয়াস রহমান বরিশাল জেলায় বেড়াতে এসে জানতে পারেন, এই জেলারই এক কৃতি সন্তান একটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আর ঐ প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতেই পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

ক. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কে আত্মসমর্পণ করে? ১

খ. কীসের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়? ২

গ. উদ্দীপকের বরিশালের কৃতি সন্তান যে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রস্তাবটিই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকহানাদার বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে।

খ বহু ত্যাগ–তিতিক্ষা আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৯ মাসের সমগ্র মুক্তিযুদ্ধে নারী–পুরুষ, হিন্দু–মুসলিম, শিশু–বৃদ্ধ নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায় এবং ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা–বোনদের সম্ভ্রমহানি ঘটে। ১ কোটি মানুষ দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই মুক্তিসংগ্রামে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে লাল–সবুজের বাংলাদেশ একটি স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ উদ্দীপকে বরিশালের কৃতি সন্তান যে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন তা ছিল লাহোর প্রস্তাব। ব্রিটিশ শাসন আমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে যে পদক্ষেপটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো লাহোর প্রস্তাব। উদ্দীপকে ইলিয়াস রহমান বরিশালের যে কৃতি সন্তানের নাম জানতে পেরেছিলেন তিনি হলেন এ. কে. ফজলুল হক। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটির কারণেই ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

ঘ উক্ত প্রস্তাব তথা লাহোর প্রস্তাবটি ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রস্তাবের প্রথম কথা ছিল ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে অভিন্ন অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। উদ্দীপকে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত লাহোর প্রস্তাবটি ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক পেশ করেন। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। লাহোর প্রস্তাবে কার্যত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দুটি রাষ্ট্র গঠিত না হয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। যেহেতু শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাই বলা যায় বরিশালের কৃতি সন্তানের প্রস্তাবটিই অর্থাৎ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক প্রস্তাবিত লাহোর প্রস্তাবটিই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

'X' রাষ্ট্রের পূর্ব ভূখণ্ডের জনগণকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে পশ্চিম অংশের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই ভাষার ওপর আঘাত হানে। যা পূর্ব ভূখণ্ডের বুদ্ধিজীবী, লেখক ও ছাত্র–জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলে। পরবর্তীতে একটি সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে তারা মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠা করে।

ক. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ভাষা আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলনের পটভূমি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা"– উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিদের যে আন্দোলন শুরু হয়, তাই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাবে হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। এরই প্রেক্ষিতে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের দাবিতে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

গ উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমি প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক তাৎপর্যময় ঘটনা ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে। সর্বোপরি বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ঘোষণা দিলে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। উদ্দীপকে X রাষ্ট্রের দুটি ভূখণ্ডের মধ্যে ভাষার প্রশ্নে শুরুতেই দ্বন্দ্ব দানা বাঁধে। দেশটির শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মতোই পূর্ব ভূখণ্ডের মানুষের মায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে চৌধুরী খলীকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বেশ ক'জন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান। উদ্দীপকে পূর্ব ভূখণ্ডেও দেখা যায় যে, মাতৃভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে তমদ্দুন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বে এ আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান পুলিশের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় জাতীয় পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় পুলিশ তাদেরকে লক্ষ করে গুলি ছুড়লে বাংলার দামাল ছেলেদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ অনেকে শহিদ হন, অনেকে আহত হন। যার বিনিময়ে অর্জিত হয় মাতৃভাষার অধিকার।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্ব জাতিসত্তা গড়ে তোলার প্রেরণা পায়। ভাষা আন্দোলন সকলকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ করে। এ আন্দোলনের পর বাঙালি নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। তারা নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালির এই ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি রচনা করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার বিকাশ ঘটে। 'X' রাষ্ট্রের পূর্ব ভূখণ্ডের মতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আশা–আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রবল দৃঢ়তার শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হন। এ আন্দোলন ছাত্র–শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষকেও দাবি আদায়ের প্রবল চেতনায় জাগিয়ে তোলে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একধাপ এগিয়ে দেয়। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং এ চেতনার মাধ্যমেই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। বাঙালি জাতি ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা থেকেই জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় পরবর্তী সংগ্রাম রচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং যথার্থই বলা যায়, ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

মরিয়ম বেগম শত সমস্যার মধ্যেও দেশের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন। তার অতীত অভিজ্ঞতা তাকে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি মনে করেন এমন এক সময় ছিল যখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র–জনতা মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য প্রাণ বিসর্জনেও রাজি ছিল। ভঙ্গ করেছিল ১৪৪ ধারা। গঠন করেছিল সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। প্রাণ হারিয়ে মায়ের ভাষায় কথার বলার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

ক. কে ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন? ১

খ. কাদের মুক্তির দাবিতে ৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মরিয়ম বেগম যে আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা পান তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের মর্যাদা ও সম্মান শুধু জাতীয়ভাবে নয় আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

খ আগরতলা মামলার আসামিদের মুক্তির দাবিতে, ৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। তখন তারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে এ আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। আর '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

গ মরিয়ম বেগম ভাষা আন্দোন থেকে অনুপ্রেরণা পান। ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালির অধিকার হরনের চেষ্টা করে। বাংলা পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% মুখের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা এর তিব্র প্রতিবাদ জানায়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, মরিয়ম বেগম অতীতের কথা মনে করে ভাবেন এমন এক সময় ছিল যখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র–জনতা মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল। প্রাণের বিনিময়ে মায়ের ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল যা আমাদের ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এই সাদৃশ্য থাকার কারণেই বলা যায়, মরিয়ম বেগম যে সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা পান তা হলো ভাষা আন্দোলন।

ঘ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মর্যাদা ও সম্মান শুধু জাতীয়ভাবে নয় আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। কারণ বাঙালি জাতি ভাষার জন্য নিজেদের রক্তদানের যে ইতিহাস তৈরি করেছে তা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়, যার প্রেক্ষিতে সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পন্ন করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্ব। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা–সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারির দিন ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে সমাবেশ অনুষ্ঠান ও মিছিল বের করে। উদ্দীপকের শারমিন সুলতানার স্মৃতিচারণে তা ভেসে ওঠে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। যা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে স্বীকৃত হয়।

বাঙালিরাই পৃথিবীতে একমাত্র জাতি, যারা ভাষার দাবিতে জীবন দিয়েছে। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘ (১৭ নভেম্বর ১৯৯৯) ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে আমাদের শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র উদযাপিত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের মর্যাদা বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

হানিফ তার বন্ধুদের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের একটি নির্বাচন সম্পর্কিত আলোচনা করছিল। ঐ নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সমমনা দলগুলো নিয়ে গঠিত সংগঠনটি জয়লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের পরে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা আরও বৃদ্ধি করে।

ক. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? ১

খ. জেনারেল আইয়ুব খানের নিজস্ব ধ্যান–ধারণা নির্ভর শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হানিফ যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছিল ঐ নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে, কর এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব।

খ ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান নিজস্ব ধ্যান–ধারণা নির্ভর একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রদান করেন। এরূ প শাসনতন্ত্রে সংসদীয় সরকার এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে অসীম ক্ষমতাধর এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ উদ্দীপকে হানিফের আলোচনাকৃত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। উদ্দীপকের হানিফ তার বন্ধুদের সাথে পাকিস্তান শাসনামলে যে নির্বাচন সম্পর্কিত আলোচনা করছিল তা হলো ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করে।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করি। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টকে সরকার গঠনের রায় দেয়। তারা এর মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি শাসকদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। কেননা জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাকে তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ হিসেবে বিবেচনা করে। এই নির্বাচনে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার মত প্রদান করেন। উদ্দীপকে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে জয়লাভ করে। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ নির্বাচনে জয়লাভ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। বাঙালি মুসলিম লীগের শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে একচেটিয়াভাবে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়। তাদের বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত করে। এ নির্বাচনে বাঙালি জাতি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আত্মপরিচয় রচনার পথে নিজেদের অগ্রসর করে। বাংলার ছাত্র–শিক্ষক রাজনীতিবিদসহ সাধারণ লোকজন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অর্জিত বিজয়ের প্রতি বিশ্বাসী হতে শুরু করে এবং চূড়ান্তভাবে অনেকেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে দিন দিন আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। একসময় দেশ স্বাধীন হয়।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ ১৯৫৮ সালের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

সম্প্রতি মিশরের সেনাপ্রধান জেনারেল সিসি দেশটির নির্বাচিত প্রসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ঘোষণা করে সামরিক আইন জারি করেন। তার এক ঘোষণায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৌলিক গণতন্ত্রের নামে একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

ক. কত সালে ভারত–পাকিস্তান বিভক্ত হয়? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের জেনারেল সিসির সঙ্গে পাকিস্তানি আমলের কোন শাসকের ক্ষমতা দখলের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত শাসক মৌলিক গণতন্ত্র নামের একটি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করেন"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে ভারত–পাকিস্তান বিভক্ত হয়।

খ ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে।

গ উদ্দীপকের জেনারেল সিসির সাথে পাকিস্তানি আমলের আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সাদৃশ্য রয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। উদ্দীপকে জেনারেল সিসি মিশরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে দেশ থেকে উৎখাত করেন। পাকিস্তানি আমলের শাসক আইয়ুব খানের মতো জেনারেল সিসিও নিজেকে দেশের সর্বপ্রধান বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের জেনারেল আইয়ুব খানের ন্যায় মিশরের সেনাপ্রাধান জেনারেল সিসিও সময়–সুযোগ বুঝে ক্ষমতাকে নিজের হস্তগত করেন। আবার পাকিস্তানের জেনারেল আইয়ুব খান যেমন ক্ষমতায় বসে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তেমনি উদ্দীপকের সিসিও একই চরিত্রের। সুতরাং বলা যায়, ক্ষমতা দখলের কার্যকৌশলের পথ অবলম্বন করার দিক থেকে জেনারেল সিসির সাথে পাকিস্তানের জেনারেল আইয়ুব খানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত শাসক তথা জেনারেল আইয়ুব খান দেশে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি নির্বাচনব্যবস্থা চালু করেন। জেনারেল আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে ভিন্নধর্মী কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন, যার আওতায়

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হবে। এ নির্বাচনমণ্ডলীদের ভোটে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখেন। আইয়ুব খান প্রণীত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার আওতায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মোট ৮০ হাজার নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। তাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এটি ছিল পরোৰ নির্বাচন পদ্ধতি। উদ্দীপকে জেনারেল সিসির চালুকৃত গণতন্ত্রের স্বরূ প জানতে পারা না গেলেও আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে এরূ প ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনা শেষে বলা যায়, মৌলিক গণতন্ত্রের উদ্ভাবক হলেন আইয়ুব খান। ইতিহাসের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু এটাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ ৬ দফা কর্মসূচি

মেহেদী একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদের জীবনী পড়ছিল। যিনি ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বিভিন্ন দলের এক কনভেশনে কয়েক দফা দাবি সংবলিত কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। এ কর্মসূচি ছিল বাংলার মুক্তির সনদ।

ক. ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর কে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন? ১

খ. ব্রিটিশ শাসনামলে নাগরিক অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির উলেরখযোগ্য ৰেত্রগুলো তুলে ধর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ঐতিহাসিক কর্মসূচির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত কর্মসূচি ছিল বাংলার মুক্তির সনদ'–বক্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন।

খ ব্রিটিশ শাসনআমলে এদেশে নেতৃত্ব, রাজনীতি, সংগঠন, সমাজসংস্কার, চাকরি, ভাষা–সাহিত্য–সংস্কৃতি এবং শিৰা ইত্যাদি ৰেত্রে বিকাশ লাভ করে। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনের একটি গুরবত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ১৮৬১ সাল থেকে শুরব করে গৃহীত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। এরই পথ ধরে পর্যায়ক্রমে জনগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। এসবই ছিল ব্রিটিশ শাসনামলে নাগরিক অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির ৰেত্রে উলেরখযোগ্য অগ্রগতি।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৫–৬ ফেব্রবয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পৰ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অধিকার সম্পর্কিত ৬টি দাবি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত এই ৬ দফা দাবিই হলো ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি। উদ্দীপকে মেহেদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী পড়ে তার প্রদত্ত ৬ দফা কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। যা তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে উত্থাপন করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের শুরব থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করতে থাকে। শিৰা, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষিৰেত্র ছাড়াও প্রতিরৰা ও অন্যান্য ৰেত্রেও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বৰেত্রেই শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ছিল ক্ষুব্ধ। তদুপরি ১৯৬৫ সালের ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরৰিত হয়ে পড়ে। এসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ দফা কর্মসূচিতে বাঙালিদের অধিকার পূর্ণরূ পে প্রতিফলিত হয়। কার্যত এই ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লৰ্য স্থির হয়। তাই ৬ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ ১৯৬৯ সালে গণ–অভ্যুত্থান

বিপুল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে দেশের মানুষের মনোবলের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। সে মনে করে মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের বিরবদ্ধে এই জাতি একসময় দুর্বার আন্দোলন শুরব করে অবশেষে প্রত্যাশিত জয়লাভে সৰম হয়েছিল। এই আন্দোলনে ভীত হয়েই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেছিল।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করে? ১

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বিবৃত কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, এই ধরনের একটি আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে? মতামতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসল লাভ করে।

খ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। এর বাংলা হচ্ছে, "ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রবখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।" (সূত্র : বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩ জুলাই ২০১১)।

গ উদ্দীপকে ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরবদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। সকল গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী, সংগঠন ও অন্য সর্বস্তরের জনগণ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। এই আন্দোলনে যুক্ত হতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ নিহত হন। এটি ইতিহাসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিতি। উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মৌলিক গণতন্ত্র, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের বিরবদ্ধে একসময় পাকিস্তানের উভয় অংশে দুর্বার গণআন্দোলন শুরব হয় এবং আইয়ুব খান ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এ হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে শুরব হয় গণআন্দোলন। বিরোধী দলগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) গঠন করে। শুরব হয় দেশব্যাপী তীব্র ছাত্র–গণআন্দোলন।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে বলে আমি মনে করি। এই আন্দোলনই ছিল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারী সরকার আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে একটি সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন। এ গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফার ৩টি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নেতৃবর্গ ঐকমত্যে পৌঁছেন। দেশব্যাপী ছাত্র, শিৰক, কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষ গণঅভ্যুত্থানে যোগ দেয়। এই আন্দোলনে পাকিস্তানের শোষণ ও বৈষম্যের বিরবদ্ধে বাঙালি জনগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ৰমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১২০ দিন ধার্য করা হয়। প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যকীয় করা হয়। সুতরাং বলা যায়, '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছিল।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ

ক. কাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলা হয়? ১

খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কী জান তা লেখ। ২

গ. দৃশ্যমান চিত্রটি অর্জনের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যমান চিত্রটির সাথে স্বাধীনতা ঘোষণার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলা হয়।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগেই মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন।

গ দৃশ্যমান চিত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী। ২৬ মার্চ ঘোষণা করা হয় স্বাধীনতা। ফলে বাঙালি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে ভারত নবগঠিত বাংলাদেশের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনীর সদস্যরা ভীত হয়ে পড়ে। তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান ভারতের অমৃতসর, যোধপুর, পাঠান কোট এবং আগ্রায় বিমান হামলা চালায়। ফলে ভারত ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। যৌথ কমান্ডের আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দান, যৌথভাবে আক্রমণ পরিচালনা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে অসামান্য অবদান রাখে।

ঘ দৃশ্যমান চিত্রটির সাথে স্বাধীনতা ঘোষণার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কেননা স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দৃশ্যমান চিত্রটি অর্জিত হয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারে। **স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ :** 'ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রবখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানিন্তন ইপিআরের ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধের পর বীর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে। উপায় না দেখে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানীসহ অনেকের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করে। উদ্দীপকের ছবিটি বাঙালিদের নিকট পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ছবি। স্বাধীনতা ঘোষণার চূড়ান্ত রূ প ছিল মুক্তি অর্জন অর্থাৎ এই ছবির প্রেক্ষাপট। তাই ছবিটির সাথে স্বাধীনতা ঘোষণার যোগসূত্র রয়েছে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ আগরতলা মামলা

বরকতউলরাহ 'ক' নামক একটি দেশের অধিবাসী। শাসকগোষ্ঠী এদেশের পূর্ব অঞ্চলের জনগণের ওপর দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে আসছে। শাসন–শোষণের প্রতিবাদে রবকতউলরাহ গোপনে বিপরবী পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে, নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন গ্রবপে বিভক্ত হয়ে শাসকদলের ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। কিন্তু পরিকল্পনাটি ফাঁস হওয়ায় তা আর সফলতার মুখ দেখেনি। পাশাপাশি শাসকগোষ্ঠীর দায়ের করা মামলায় জড়িয়ে পড়েন বরকতউলরাহ।

ক. পাকিস্তানের শতকরা কতজন লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা? ১

খ. ১৯৬২ সালের শরীফ শিৰা কমিশন কেন প্রত্যাখ্যাত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনাটি সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত ঘটনাটি বাঙালিদের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়"– বিশেরষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

খ ১৯৬২ সালে শরীফ শিৰা কমিশনের রিপোর্টে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা

এবং একই সাথে জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তান ভাষাসমূহকে লেখা, শিৰা খরচ শিৰার্থীদের বহন করা, তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স করা ইত্যাদি করার সুপারিশ করা হয় যা ছিল অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক। ফলে ছাত্ররা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্য বইয়ের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ঘটনাটি সম্পর্কযুক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাস ছিল সংগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গোপনে গঠিত বিপৱবী পরিষদের সদস্যদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মতি দিয়েছিলেন। বিপৱবী পরিষদ নির্দিষ্ট সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালাতে চাইলে তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যদের বিরবদ্ধে মামলা দায়ের হয়। উদ্দীপকে আগরতলা ঐতিহাসিক মামলার ঘটনাটির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। অনুচ্ছেদে বরকতউলরাহ যেমন শোষকগোষ্ঠীর বিপৰে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরবদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিপৱবী পরিষদের মতো বরকত সাহেবের গঠিত দলটিও শোষকশ্রেণির অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে দেশকে শত্রবমুক্ত করার পরিকল্পনা করেছেন। আবার পরিণতির দিক থেকেও উদ্দীপকটি আগরতলা মামলার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ উদ্দীপকে আগরতলা মামলার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরবদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ অসন্তুষ্ট হয় এবং প এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিরা স্বাধীনতা অর্জনের অনুপ্রেরণা পায়। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ মামলার মধ্য দিয়েই পাক সামরিকচক্রের হীন উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা তীব্র ৰোভে ফেটে পড়ে। একসময় এ ৰোভ প্রবল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আগরতলা মামলা শুরব হওয়ার পর তা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরব হয় এবং ছাত্রসমাজের ১১ দফার ভিত্তিতে কৃষক–শ্রমিক ও ছাত্র–জনতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে। ৬ দফা ও ১১–দফা আন্দোলনের ফলে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয় তারই ধারাবাহিকতায় 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' বাঙালিদের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। অর্থাৎ আগরতলা মামলা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অত্যাসন্ন করে তোলে। এ মামলা বাঙালিদের আরও ঐক্যবদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগায়। পরিশেষে বলা যায় যে, বরকতউলরাহর ঘটনাটি বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ঘটনাটি প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এ ঘটনাপ্রবাহের পথ ধরেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

আরিফ সিদ্ধান্ত নিল তার একমাত্র মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যম লেখাপড়া করাবেন। আরিফের বড় ভাই আবির হোসেন তার পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর উপদেশ দিলেন।

ক. কত সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়? ১

খ. ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবির হোসেন কোন চেতনায় ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর উপদেশ দিলেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আবির হোসেনের এই ধরনের চেতনা বাঙালির জাতীয় জীবনে কী ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

খ ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় জীবনে অন্যতম প্রধান গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫২ সালে সংঘটিত এ আন্দোলন বাংলাদেশের জনগণের পরবর্তী সব আন্দোলনে প্রেরণার প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২ সালের শিৰা কমিশনের বিরবদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ৭০–এর নির্বাচন, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ মূলত বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রত্যৰ প্রভাবের ফল। তাই এটি আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের চেতনা ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

কৌশিক রিকশায় চড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখল সেখানে মানুষ দলে দলে ফুল দিয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। একজন ঘোষক মাইকে বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, এ আন্দোলন বাংলার পরবর্তী আন্দোলনগুলোর পথ প্রদর্শক।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কৌশিকের দেখা ঘটনাটি বাংলার কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাইকে ঘোষক যে বক্তব্য দিচ্ছেন তার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

খ ব্রিটিশ শাসন আমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এ ৰেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে উলেরখ করেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করে পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ তত্ত্বের নাম দ্বিজাতিতত্ত্ব।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

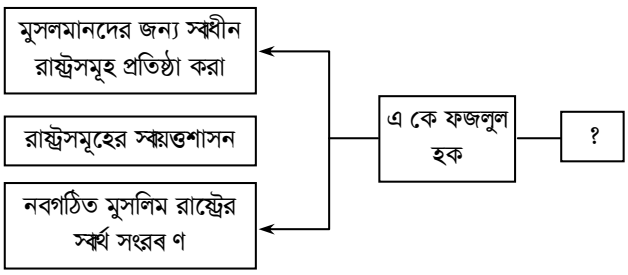

ক. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? ১
খ. ভাষা আন্দোলনের পরিচয় দাও। ২
গ. ছকে? চিহ্নিত স্থানে কোন বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে? এর স্বরূ প তুলে ধর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টিকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে।

খ মাতৃভাষার অধিকার গুরবত্বপূর্ণ একটি নাগরিক অধিকার। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের ভাষা ছিল বাংলা; আর উর্দু কোনো অংশেরই মাতৃভাষা ছিল না। অথচ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরবদ্ধে বাঙালিদের যে আন্দোলন শরব হয় তাই ভাষা আন্দোলন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ লাহোর প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ১৭

১৯৭০–এর নির্বাচন ও ফলাফল

'ক' একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। এর জাতীয় নির্বাচনে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা বানচালের নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে ক রাষ্ট্রের জনগণ প্রতিবাদ আন্দোলন সংগ্রাম শুরব করে।

ক. ইউনেস্কো কবে বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। ১
খ. আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন কেন? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? এর ফলাফল বিশেরষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ–পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে।

খ ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের ' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূ প নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। তারপর ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ৰমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ১৮

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

দবির সাহেব ফুলপুর গ্রামের একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে সমাজের নিপীড়িত ও অসহায় মানুষর পাশে এসে দাঁড়াতেন। একসময় তাদের দুঃখ লাঘবের আশায় বিভিন্ন দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট পেশ করেন। জেলা প্রশাসক সে প্রস্তাবটি প্রথমে গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে সাধ্যমতো কার্যকর করেন। এতে অসহায় মানুষের দুর্ভোগ অনেকটা লাঘব হয়।

ক. লাহোর প্রস্তাব কখন উত্থাপিত হয়? ১
খ. আগরতলা মামলা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দবির সাহেবের ঐ দাবিটি ঐতিহাসিক কোন প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়– আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

খ ছয় দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লব্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক–বেসামরিক ব্যক্তির বিরবদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ লাহোর প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ১৯

৬ দফা কর্মসূচি এবং ৫২, ৫৪, ৬৬, ৬৯ এর গুরবত্ব

১৯৫২ → ১৯৫৪ → ? → ১৯৬৯ → ১৯৭১

ক. কত সালে সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়? ১
খ. ১৯৬২ সালে কোন ধরনের শিৰাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় এবং কেন ছাত্ররা আলোচনা করে? ২
গ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে সংঘটিত কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উলিরখিত সালগুলোর ঘটনাপ্রবাহের হাত ধরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়–ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

খ ১৯৬২ সালে শরীফ শিৰা কমিশনের রিপোর্টে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা এবং একই সাথে জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সে ৰেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহ লেখা, শিৰা খরচ শিৰার্থীদের বহন করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়। ফলে ছাত্ররা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ৬ দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৰেত্রে ৫২, ৫৪, ৬৬, ৬৯ সালগুলোর গুরবত্ব বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ২০

৬ দফার গুরবত্ব ও তাৎপর্য

ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়? ১
খ. ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যক্তির দাবিগুলো কী ছিল? ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যক্তির দাবিগুলোকে ম্যাগনাকার্টার সাথে তুলনা করার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

খ ১৯৬৬ সালের ৫–৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। কার্যত এ ৬ দফাতে পাকিস্তানি ধাচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালি জাতির মুক্তি বা স্বাধীনতা কেন্দ্রীভূত ছিল। আর তাই এ ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ৬ দফার দাবিগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ ৬ দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২১ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

রাকিবের আব্বা মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য। রাকিব তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাকিব তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে যুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করেন।

ক. কোন সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে থাকে? ১
খ. পাকিস্তানে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করা হয় কেন? ২
গ. রাকিব মুক্তিযুদ্ধের কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীনতা অর্জনে কি শুধু রাকিবের আব্বার মতো মুক্তিযোদ্ধাদেরই ভূমিকা ছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

খ লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না, যদিও এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবে কথিত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয় এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায়ও তাই হওয়ার কথা। ১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে 'দিলির মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশন'–এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অবদান বিশ্লেষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২২ সাক্ষরতা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

মতিউর তার বন্ধুদের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের একটি নির্বাচন সম্পর্কিত আলোচনা করেছিল। ঐ নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সংগঠনটি জয়লাভ করে। পরবর্তী আমাদের সরকার ১৯৯৭ সালের এক বিশেষ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

[৯ম ও ১০শ অধ্যায়]

ক. চীনের জনসংখ্যা কত? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মতিউর যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছিল। ঐ নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর। সরকারের নেয়া ১৯৯৭ সালের আন্দোলন আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চীনের জনসংখ্যা ১.৪ বিলিয়ন।

খ লাহোর প্রস্তাব বলতে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সংবলিত প্রস্তাবকে বোঝায়। লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে পেশ করা হয়। এটি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পেশ করেন। জিন্নাহের সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে ও পরিচিত।

গ মতিউর তার বন্ধুদের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের যে নির্বাচন সম্পর্কিত আলোচনা করছিল তাহলো ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি এবং উক্ত নির্বাচনটিও মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট এতে জয়লাভ করে। যা উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, সরকারের নেয়া ১৯৯৭ সালের সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূপ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই। সরকার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতির শক্ত ভিত রচিত হবে। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত হবে। প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন' শুরু করে। সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং ১৯৯৭ সালের সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের দেশ অবশ্যই উন্নতি সাধন করবে বলে মনে করি।

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশ কত সালে স্বাধীন হয়?
উত্তর : বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা?
উত্তর : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কত সালে লাহোর প্রস্তাব করা হয়?
উত্তর : লাহোর প্রস্তাব করা হয় ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কবে বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর : ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে?
উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ছয় দফাকে বাঙালি জাতির কী বলা হয়?
উত্তর : ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে কবে?
উত্তর : ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কত সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭০ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কী নামে পরিচিত?
উত্তর : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুউদ্দিন।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ যুক্তফ্রন্ট কবে গঠিত হয়?
উত্তর : যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে?
উত্তর : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ কাকে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়?
উত্তর : শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ শেখ মুজিবুর রহমানকে কত সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২২৮টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কবে কোথায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়?
উত্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ১৯৭১ সালের ২ মার্চ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস কত তারিখ?
উত্তর : পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস ২৩ মার্চ।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কত তারিখে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে?

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ ভারত বাংলাদেশকে কবে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর : ভারত বাংলাদেশকে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ পাকিস্তান কত হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে?
উত্তর : পাকিস্তান ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু কী ছিল?
উত্তর : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল ৬ দফা।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ ছাত্র সমাজের স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করা হয় কখন?
উত্তর : ছাত্র সমাজের স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করা হয় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ ছাত্রসমাজের স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার কোথায় পাঠ করা হয়?
উত্তর : ছাত্রসমাজের স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করা হয় পল্টনের জনসভায়।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ ১৯৭১ সালের কত তারিখ রাতকে 'কালরাত্রি' হিসেবে অভিহিত করা হয়?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতকে 'কালরাত্রি' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা কত তারিখে ঘোষণা করা হয়?
উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ কত তারিখে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ কোথায় জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন?
উত্তর : রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ প্রাদেশিক পরিষদের আসনসংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : প্রাদেশিক পরিষদের আসনসংখ্যা ছিল ৩০৯টি।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ কত বছর পর পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা হয়?
উত্তর : ৯ বছর পর পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ কে ৪৪ মাস মার্শাল ল' দ্বারা দেশ পরিচালনা করেন?
উত্তর : জেনারেল আইয়ুব খান ৪৪ মাস মার্শাল ল' দ্বারা দেশ পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ ১৯২০ সালে জাতীয় পরিষদে কতটি আসন নির্ধারণ করা হয়?
উত্তর : ১৯২০ সালে জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসন নির্ধারণ করা হয়।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো : ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে। এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর–পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য গুলো হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত। ভারত ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একধরনের বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শাসনকালে বাঙালিদের অবস্থা ছিল অনেকটা নিজ দেশে পরবাসীর মতো। পূর্ববাংলার বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে। তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সদস্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের সমন্বয়ে নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে পরে কে–ফোর্স, এস–ফোর্স ও জেড–ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুজিবনগর সরকার সমস্ত বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করে এবং তিনটি সেক্টরের দায়িত্ব একেকজন কমান্ডারের হাতে ন্যস্ত করে। সেক্টরের কমান্ডারদের অধীনে নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধারাও নিয়োজিত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ৬ দফা কর্মসূচির গুরবত্ব ছিল অপরিসীম। এই কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির 'ম্যাগনাকার্টা' বললেও অত্যুক্তি হবে না। ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সনদ। যেসব শর্তের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল তার একটিও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় ৬ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালিগরা স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৬ দফা কর্মসূচির ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় হয় এবং ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য আরও জোরদার হয়। সুতরাং বাঙালির মনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে ৬ দফা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ১৯৬২ সালে কোন ধরনের শিৰাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় এবং কেন ছাত্ররা আন্দোলন করে?

উত্তর : ১৯৬২ সালে শরীফ শিৰা কমিশনের রিপোর্টে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা এবং একই সাথে জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সেৰেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে লেখা, শিৰা খরচ শিৰার্থীদের বহন করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়। ছাত্ররা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনে নামে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন কেন?

উত্তর : ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূ প নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩ ফেব্রবয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল ছাত্রজনতার সভায় বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ৰমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : লাহোর প্রস্তাব বলতে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সংবলিত প্রস্তাবকে বোঝায়। লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে পেশ করা হয়। এটি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লৰ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ মামলা করা হয়। আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরবদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক এ মামলাটি দায়ের করে। এ মামলার আওতায় বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফাপন্থি অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ সময় বন্দী অবস্থায় কারা অভ্যন্তরে কাটাতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' কী, ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ব্রিটিশ শাসনমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এ ৰেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে উলেরখ করেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করে পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এই তত্ত্বের নাম `দ্বিজাতিতত্ত্ব'।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক এদেশের জনগণ বৈষম্যের শিকার হয় কেন?

উত্তর : পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের শাসনকর্তারূ পে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঙালি কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ও অর্থনীতির ওপর আঘাত হানে। ফলে এদেশের জনগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক দিক হতে চরম বৈষম্যের শিকার হয়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হিসাব সংক্রান্ত ৬ দফা দাবিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ৬ দফা কর্মসূচির অন্যতম একটি দফা হলো পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক ব্যবস্থা রাখার কথা। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব–স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারা।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি'র উলেরখযোগ্য কিছু উক্তি লেখ।

উত্তর : ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লৰ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরবত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রবর মোকাবিলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআলরাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ তৎকালীন ছাত্রসমাজ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল কেন?

উত্তর : ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়। জেনারেল আইয়ুব খান ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী; 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার' কর্মসূচি আখ্যা দিয়ে তা নস্যাৎ করার জন্য শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেন। ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে মামলা করা হয়, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এই মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।